প্রাইমারি লেকচার শিট

লেকচার ১১

Lecture Contents

☑ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (চর্যাপদ)

☑ বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান, রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য)

Content Discussion

শিক্ষক ক্লাসে নিচের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো প্রথমে বুঝিয়ে বলবেন।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ (চর্যাপদ)

৬৫০-১২০০ খ্রি. সময়কে বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ বা প্রাচীন যুগ বলা হয়।

- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ।
- চর্যাপদ কবিতা বা গানের সংকলন।
- চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব বা সাধন সঙ্গীত।

চর্যাপদের ভিন্ন নামসমূহ

- আশ্চার্যচর্যাচয়
- চর্যাচর্যবিনিশ্চয়
- চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়
- চর্যাগীতিকোষ
- চর্যাগীতি

চর্যাপদ আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮২ সালে 'Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' নামক গ্রন্থে কিছু কথা প্রকাশ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এ গ্রন্থ থেকেই সর্বপ্রথম চর্যাপদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাংলা, বিহার ও আসামের পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে মহামহোপাধ্যায় ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা 'রয়েল লাইব্রেরি' থেকে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। চর্যাপদের সাথে আরো তিনটি গ্রন্থ পাওয়া যায়–

১. সরহপাদের দোহা ২. কৃষ্ণপাদের দোহা, ৩. ডাকার্ণব।

চর্যাপদের প্রকাশ

১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে উল্লেখিত চারটি গ্রন্থ চর্যাপদ, ডাকার্ণব, দোহাকোষ, সরহপাদ একত্রে 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।

চর্যাপদ নেপালে পাওয়ার কারণ

পাল আমলে চর্যাপদের বিকাশ ঘটলেও সেন আমল ছিল চর্যাপদের জন্য দুঃসময়। সেন বংশ হিন্দু ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর পরে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই বাংলা সাহিত্যের এই আদি নিদর্শন চর্যাপদ বাংলার বাহিরে নেপালে পাওয়া যায়।

চর্যাপদের রচনাকাল

সাধারণভাবে ধরা হয় চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০-১২০০ খ্রি. = ৫৫০ বছর। চর্যাপদের পদগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতামত–

ভাষা পণ্ডিতগণ	চর্যাপদের রচনাকাল
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে	৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশের মতে	৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দে।
ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ পণ্ডিতগণের মতে	খ্রিস্টীয় দশম-দ্বাদশ।
ড. সুকুমার সেনের মতে	দশম হতে মধ্য চতুর্দশ শতাব্দী।

তবে চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে সুনীতিকুমার ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার মতামত দুইটিই সর্বজনগৃহীত।

চর্যাপদের বয়স

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, ২০২২ সাল অনুযায়ী (৬৫০ থেকে ২০২২) বছর = ১৩৭২ বছর (প্রায়)।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশের মতে, ২০২২ সাল অনুযায়ী (৯৫০ থেকে ২০২২) বছর = ১০৭২ বছর।

চর্যাপদের ভাষা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা কিংবা প্রাচীন বঙ্গকামরূপি। এছাড়াও অপভ্রংশ, হিন্দি, মৈথিলী, অসমিয়া, উড়িয়া ভাষার শব্দের প্রয়োগ আছে। এ কারণে অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলী ভাষাভাষী পণ্ডিতগণ চর্যাপদকে নিজেদের সাহিত্য হিসেবে দাবি করেছেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র মজুমদার History of the Bengali Language গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা না বলে মতামত দেন। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, 'সেকালের বাংলা, অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষার পার্থক্য ছিল সামান্যই'।
এই ভাষাগুলোকে বাংলার সহোদর ভাষাগোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL) গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রথম আলোচনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত। চর্যাপদ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য বা আলো-আঁধারি ভাষায় রচিত।

চর্যাপদের পদকর্তা ও পদসংখ্যা

- পদগুলোর পদকর্তাগণ 'সিদ্ধাচার্য' বা 'মহাসিদ্ধা' নামে খ্যাত। তাঁরা গুরুপ্রদত্ত তন্ত্রমতে দীক্ষিত এবং তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচয়িতা ২৩ জন।
- সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদের রচয়িতা ২৪ জন।

পদকর্তা	পদসংখ্যা	পদকর্তা	পদসংখ্যা
কাহ্নপা	১৩টি	ভুসুকুপা	৮টি
সরহপা	৪টি	কুক্কুরীপা	৩টি
লুইপা	২টি	শবরপা	২টি
শান্তিপা	২টি		
বিরুপা, গুণ্ডুরীপা, চাটিল্লপা, ডোম্বীপা, আর্যদেবপা, ঢেণ্ডনপা, দারিকপা, ভাদেপা, তাড়কপা, কঙ্কণপা, জয়নন্দীপা, ধর্মপা, তন্ত্রীপা, মহীদরপা, কম্বলরপা, বীণাপা			প্রত্যেকে ১টি করে পদ রচনা করেন।

- লাড়ীডোম্বীপার কোনো পদ পাওয়া যায়নি।
- তন্ত্রীপার ২৫তম পদটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নব চর্যাপদ

- নব চর্যাপদ হলো– চর্যাপদের অনুরূপ রচনা বা সাহিত্য।
- নব চর্যাপদের রচনাকাল (১৩-১৬ শতক)।
- নব চর্যাপদ ১৯৮৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন– ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
- নব চর্যাপদ নেপাল থেকে আবিষ্কার করেন/সংগ্রহ করেন–ড. শশীভূষণ দাশ গুপ্ত (১৯৬৩)। ড. শশীভূষণ দাস গুপ্ত নেপাল ও তরাইভূমি থেকে আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন ২৫০ টি পদ। এর মধ্যে ৯৮টি পদ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু তিনি মারা যান। এরপর ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৮টি পদ ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন।
- নব চর্যাপদের মোট পদসংখ্যা-২৫০টি, কিন্তু প্রকাশিত ৯৮টি পদ।

নতুন চর্যাপদ

- নতুন চর্যাপদ মূলত বজ্রযানী দেবদেবীদের আরাধনার গীত।
- নতুন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ শাহেদ (২০০৮ সালে নেপাল থেকে।)
- নতুন চর্যাপদ প্রকাশ পায় ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি বইমেলা।
- নতুন পর্যাপদে মোট পদ সংখ্যা = ৪১৩টি।
- নতুন চর্যাপদের ভূমিকা অংশটি বিভক্ত– ৪টি ভাগে।
- চর্যার নতুন কবি বলা হয়– আবধূ বিনয়শ্রীকে।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কোনটি?
ক. ছোটগল্প খ. নাটক
গ. কাব্য ঘ. উপন্যাস উত্তর: গ

২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন কোনটি?
ক. শ্রীকৃষ্ণবিজয় খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ. শূন্যপুরাণ ঘ. চর্যাপদ উত্তর: ঘ

৩. বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন–
ক. চর্যাপদ খ. বৈষ্ণব পদাবলি
গ. ঐতরেয় আরণ্যক ঘ. দোহাকোষ উত্তর: ক

৪. 'চর্যাপদ' রচনাটি বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের কাব্য নিদর্শন?
ক. আদিযুগ খ. মধ্যযুগ
গ. আধুনিক যুগ ঘ. অতি আধুনিক যুগ উত্তর: ক

৫. 'চর্যাপদ' হলো মূলত–
ক. গানের সংকলন খ. কবিতার সংকলন
গ. প্রবন্ধের সংকলন ঘ. কেতানোটিই নয় উত্তর: ক

৬. 'চর্যাপদ' হলো–
ক. একগুচ্ছ ধর্মোপদেশ খ. সাধন সংগীত
গ. জীবনাচরণ পদ্ধতি ঘ. দেবী বন্দনা উত্তর: খ

৭. বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয় কত সালে?
ক. ২০০৭ সালে খ. ১৯০৭ সালে
গ. ১৯১৬ সালে ঘ. ১৯০৯ সালে উত্তর: খ

৮. 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (দ্বিতীয় পর্যায়) : ২২]
ক. আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
খ. বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল থেকে
গ. নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে
ঘ. সুদূর চীন দেশ থেকে উত্তর: গ

৯. বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন 'চর্যাপদ' এর আবিষ্কারক?
ক. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. ডক্টর সুকুমার সেন উত্তর: গ

১০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি সাহিত্য সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন–
ক. তিব্বত, নেপাল খ. ভুটান, সিকিম
গ. কাশী, বেনারস ঘ. বোম্বে, জয়পুর উত্তর: ক

১১. 'চর্যাপদ'এর প্রাপ্তিস্থান কোথায়?
ক. বাংলাদেশ খ. নেপাল
গ. উড়িষ্যা ঘ. ভুটান উত্তর: খ

১২. 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর অর্থ কী?
ক. কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয়
খ. কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়
গ. কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয়
ঘ. কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয় উত্তর: খ

১৩. 'ডাকার্ণব' কোন ভাষায় রচিত?
ক. ব্রাহ্মী খ. পালি
গ. সান্ধ্যা ঘ. অপভ্রংশ উত্তর: ঘ

১৪. 'চর্যাপদ' প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?
ক. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ খ. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
গ. শ্রীরামপুর মিশন ঘ. এশিয়াটিক সোসাইটি উত্তর: ক

১৫. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'চর্যাপদ' কে সম্পাদনা করেন?
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. শ্রী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ. ড. দীনেশচন্দ্র সেন ঘ. শ্রী হরলাল রায় উত্তর: খ

১৬. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হল–
ক. চর্যাপদাবলি
খ. হাজার বছরে পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা
গ. চর্যাচর্যবিনিশ্চিয় ঘ. চর্যাগীতিকা উত্তর: খ

১৭. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি?
ক. নিরঞ্জনের রুষ্মা খ. দোহাকোষ
গ. গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস ঘ. ময়নামতীর গান উত্তর: খ

১৮. বাংলা সাহিত্যের আদিগ্রন্থ 'চর্যাপদ' এর রচনাকাল–
ক. সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক
খ. অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতক
গ. নবম থেকে চতুর্দশ শতক
ঘ. দশম থেকে চতুর্দশ শতক উত্তর: ক

১৯. চর্যাপদের বয়স আনুমানিক কত বছর?
ক. ৮০০ বছর খ. ১০০০ বছর
গ. ১১০০ বছর ঘ. ১২০০ বছর উত্তর: খ

২০. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস– এ দু'টির মধ্যে কোনটি বেশি পুরাতন?
ক. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
খ. ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস
গ. দু'টিই সমসাময়িক
ঘ. বিষয়টি বিতর্কিত ও অমিমাংসিত উত্তর: খ
ব্যাখ্যা : বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' (৬৫০ খ্রি.)। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যকর্ম 'Beowulf' (৪৫০ খ্রি.)।

২১. চর্যাপদের সঙ্গে কোন ধর্মের নাম সংশ্লিষ্ট?
ক. ইসলাম ধর্ম খ. খ্রিষ্টধর্ম
গ. শিখ ধর্ম ঘ. বৌদ্ধ ধর্ম উত্তর: ঘ

২২. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?
ক. সনাতন হিন্দু খ. সহজিয়া বৌদ্ধ
গ. জৈন ঘ. হরিজন উত্তর: খ

২৩. 'চর্যাপদ' রচনার উদ্দেশ্য কী ছিল?
ক. নীতি চর্যা খ. ধর্ম চর্চা
গ. সাহিত্য চর্চা ঘ. অনুবাদ চর্চা উত্তর: খ

২৪. কোন রাজবংশের আমলে 'চর্যাপদ' রচনা শুরু হয়?
ক. পাল খ. সেন
গ. মোগল ঘ. তুর্কি উত্তর: ক

২৫. প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক পরিচিতি জানা যায় কোন গ্রন্থ থেকে?
ক. চর্যাপদ খ. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র
গ. রঘুবংশ ঘ. জমিদার দর্পণ উত্তর: ক

২৬. 'সন্ধ্যাভাষা' কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত?
ক. চর্যাপদ খ. বৈষ্ণব পদাবলি
গ. মঙ্গলকাব্য ঘ. রোমান্সকাব্য উত্তর: ক

২৭. চর্যাপদের ভাষাকে 'আলো-আঁধারি' বলে অভিহিত করেছেন কে?
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. সুকুমার সেন উত্তর: গ

২৮. 'The Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন–
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন উত্তর: খ

২৯. 'চর্যাপদ' যে বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম কে প্রমাণ করেন?
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. সুকুমার সেন উত্তর: গ

৩০. 'চর্যাপদ' কোন ছন্দে লেখা?
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. অমিত্রাক্ষর ছন্দ উত্তর: খ

৩১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পাদিত 'চর্যাপদ' বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী?
ক. Buddhist Mystic Songs
খ. হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান দোহা
গ. চর্যাগীতিকোষ
ঘ. চর্যাগীতিকা উত্তর: ক

৩২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, চর্যাপদের ভাষা–
ক. ব্রজবুলি খ. জগাখিচুড়ি
গ. সন্ধ্যাভাষা ঘ. বঙ্গ-কামরূপী উত্তর: ঘ

৩৩. নিচের কোনটি সহোদর ভাষাগোষ্ঠী?
ক. বাংলা ও উর্দু খ. বাংলা ও অসমিয়া
গ. বাংলা ও হিন্দি ঘ. বাংলা ও সংস্কৃত উত্তর: খ

৩৪. কোন পণ্ডিত চর্যাপদের পদগুলোকে টাকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন?
ক. কাহ্নপা খ. লুইপা
গ. ডাকার্ণব ঘ. মুনিদত্ত উত্তর: ঘ

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

১২০১-১৮০০ খ্রি. পর্যন্ত সময়কে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ হিসেবে গণ্য করা হয়।

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বিষয়বস্তু– কৃষ্ণলীলা।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচিত-ভাগবতের আলোকে এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের অনুসরণে।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি রচনার ৫০০ বছর পর আবিষ্কৃত হয়।
- মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ/বাংলা ভাষায় রচিত কোনো লেখকের প্রথম একক গ্রন্থ/মধ্যযুগের আদি কাব্য গ্রন্থ/বাংলা সাহিত্যের ২য় গ্রন্থ– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- শ্রী অর্থ সুন্দর/সৌন্দর্য এবং কৃষ্ণ অর্থ কালো এবং কীর্তন অর্থ প্রশংসা।
- সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্য– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি ১৩টি খণ্ডে বিভক্ত এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত। এটি মূলত আখ্যানকাব্য।
- বর্তমানে কাব্যটির বয়স– ৭০০ বছর।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অন্য নাম/মূল নাম ছিল– শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ।

আবিষ্কার

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাংলা ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খ্রি.) বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামে ভ্রমণকালে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক গৃহস্থের গোয়ালঘরের মাচা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথিখানি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কৃত পুঁথিখানি তুলট কাগজে লেখা। হাতে লেখা পুঁথিখানির প্রথমে দুটি পাতা, মাঝখানে কয়েকটি পাতা ও শেষে অন্তত একটি পাতা নেই। পুঁথিখানিতে গ্রন্থের নাম, রচনাকাল ও পুঁথি-নকলের তারিখ কিছুই নেই। পুঁথিখানির মধ্যে একটি ছোটো রসিদ পাওয়া গেছে তাতে লেখা আছে- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। এই পুঁথি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে (১৯১৬ খ্রি.) বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন-শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়। বর্তমানে এটি ২৪৩/১, আচার্য প্রফুল্ল রায় (কলকাতা) রোডের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালায় সংরক্ষিত আছে।

- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি প্রদান করেন– বসন্তরঞ্জন রায়। এর উপাধি 'বিদ্বদ্বল্লভ'। নবদ্বীপের রাজা ভুবনমোহন তাকে এ উপাধি দেয়।
- প্রধান চরিত্র ৩টি।
  ১। রাধা (জীবাত্মা বা প্রাণিকুলের প্রতীক এবং লক্ষ্মীর অবতার)। রাধার অপর নাম চন্দ্রাবলি।
  ২। কৃষ্ণ (পরমাত্মা বা ঈশ্বর বা নারায়ণের অবতার)।
  ৩। বড়ায়ি (রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের দূতি এবং রাধার একমাত্র সহচরী)।
- অন্যান্য চরিত্র– বাসুদেব, দেবকী, কংশরাজা, নন্দগোপ, যশোদা, পদ্মা, সাগরগোয়ালা, আয়ানঘোষ, বিষ্ণু, মদনদেব, ললীতা, বিশাখা, জটিলা, কুটিলা।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল- ১৪০০ খ্রি.।
- গোপাল হালদারের মতে রচনাকাল ১৪৫০-১৫০০ খ্রি.।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের মুখবন্ধ লেখেন– রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দ: কামান (ধনু), খরমুজা (ফল) গুলাল (ধনুক), বাকী (অবশিষ্ট), মজুর (শ্রমিক), লেম্বু (লেবু)।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ব্যবহৃত ফলের নাম– কদলী (কলা), নারিকেল। প্রাণি– ময়ূর।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আধুনিক যুগোচিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ১৪০টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে শ্লোক সংখ্যা ১৬১টি। সংস্কৃত শ্লোক আছে ১২৩টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের পুঁথির সংখ্যা– ৪৫২। এর মধ্যে শেষের ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে পদ সংখ্যা ৪১৮টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খণ্ড সংখ্যা– ১৩টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রায় আছে– ৩২টি। সর্বাধিক ব্যবহৃত রাগ- পাহাড়িয়া বা পাহাড়ি।
- ভাগবতের কৃষ্ণলীলা সম্পর্কিত কাহিনি অনুসরণে, জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে, লোক সমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রেম সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্প অবলম্বনে কবি বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন কোনটি?**
ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ. চর্যাপদ
গ. শূন্যপুরাণ ঘ. ডাকার্ণব্ উত্তর: ক

২. **সর্বজন স্বীকৃত ও খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ কোনটি?**
ক. চর্যাপদ খ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. পদ্মাবতী উত্তর: খ

৩. **মধ্যযুগের প্রথম কাব্য কোনটি?**
ক. শূন্যপুরাণ খ. ডাকার্ণব
গ. গীতিগোবিন্দ ঘ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন উত্তর: ঘ

৪. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কোন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন?**
ক. প্রাচীণ যুগ খ. মধ্যযুগ
গ. আধুনিক যুগ ঘ. প্রাগৈতিহাসিক যুগ উত্তর: খ

৫. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রচয়িতা–**
ক. চণ্ডীদাস খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. দ্বিজ চণ্ডীদাস ঘ. দীন চণ্ডীদাস উত্তর: খ

৬. **মধ্যযুগের প্রথম কবি হচ্ছে–**
ক. কাহ্নপা খ. বিদ্যাপতি
গ. বড়ু চণ্ডীদাস ঘ. মালাধর বসু উত্তর: গ

৭. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' আবিষ্কার করেন–**
ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ. রামমোহন রায়
গ. বসন্তরঞ্জন রায় ঘ. প্রমথ চৌধুরী উত্তর: গ

৮. **'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার করেন–**
ক. বসন্তরঞ্জন খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. ত্রৈলোক্য আচার্য ঘ. ব্রজসুন্দর সান্ন্যাস উত্তর: ক

৯. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি আবিষ্কৃত হয়–
ক. ১৯০৯ খ. ১৮০৯
গ. ১৯০৭ ঘ. ১৯৯০ উত্তর: ক

১০. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানি আবিষ্কৃত হয় কোথায়?
ক. রাজপ্রাসাদে খ. গোয়ালঘরে
গ. কুঁড়েঘরে ঘ. গ্রন্থাগারে উত্তর: খ

১১. "কানু ছাড়া গীত নাই"। কোন যুগে সত্য ছিল?
ক. প্রাচীন যুগে খ. মধ্যযুগে
গ. অন্ধকার যুগে ঘ. আধুনিক যুগে উত্তর: খ

১২. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড সংখ্যা–
ক. ১৪ খ. ১৫
গ. ১৩ ঘ. ১২ উত্তর: গ

১৩. কোনটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের খণ্ড নয়?
ক. নৌকা খণ্ড খ. হার খণ্ড
গ. ছত্র খণ্ড ঘ. প্রণয় খণ্ড উত্তর: ঘ

১৪. গঠনরীতিতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য মূলত–
ক. পদাবলি খ. ধামালি
গ. প্রেমগীতি ঘ. নাটগীতি উত্তর: ঘ

১৫. 'বড়ায়ি' কোন কাব্যের চরিত্র?
ক. চণ্ডমঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ. মনসামঙ্গল উত্তর: গ

১৬. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের 'বড়ায়ি' কী ধরনের চরিত্র?
ক. শ্রী রাধার ননদিনী খ. রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী
গ. শ্রী রাধার শাশুড়ি ঘ. জনৈক গোপবালা উত্তর: খ

১৭. 'বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য' গ্রন্থের সম্পাদক–
ক. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ
গ. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান
ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা উত্তর: খ

বৈষ্ণব পদাবলি

বৈষ্ণব পদাবলি বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এটি মধ্যযুগের সাহিত্যের সবচাইতে রসোত্তীর্ণ ও সার্থক সাহিত্যকর্ম।

শ্রী চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) প্রচার করেন বৈষ্ণব ধর্ম এবং এরপর থেকে বাংলা কবিতায় বৈষ্ণব দর্শন স্থান পেতে থাকে। এর বিষয়বস্তু হলো রাধা ও কৃষ্ণের প্রেমলীলা। এতে মূলত স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এতে কৃষ্ণ পরমাত্মার প্রতীক আর রাধা জীবাত্মার প্রতীক। চেতন্যদেব ধর্মপ্রচার করেছিলেন বাংলা ভাষায়। তার ধর্মে শাস্ত্রের কথাও ছিল সামান্য। বরং জীবে দয়া এবং নামে রুচি অর্থাৎ নাম জপের কথাই তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন।

গীতগোবিন্দ রচয়িতা বারো শতকের কবি জয়দেব প্রথম পদাবলি শব্দটি ব্যবহার করেন। মধ্যযুগের গীতিকবিতার বা গীতিময় রচনার বিশিষ্ট রূপকে পদাবলি বলা হতো। জয়দেব বৈষ্ণব নন এবং তিনি চৈতন্যের তিনশত বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। নীলাচলে অসুস্থবস্থায় চৈতন্যদেব তিনজন কবির পদ আস্বাদন করে আনন্দ পেতেন- জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস।

❑ বৈষ্ণব পদাবলির শ্রেষ্ঠ কবি ৪ জন-

১. বিদ্যাপতি (১৩৮০-১৪৬০ খ্রি:):

বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভা কবি। তার উপাধি ছিল কবি কণ্ঠহার, অভিনব জয়দেব ও মিথিলার কোকিল। তিনি ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। ব্রজবুলি হল হিন্দি, বাংলা ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রণ। প্রায় হাজার খানেক বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত, তবে জর্জ গ্রিয়ার্সন বিদ্যাপতির মৈথিলী পদ সংগ্রহের জন্য গিয়ে মাত্র ৭৬টি পদ পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে ব্রজবুলিতে সর্বশেষ পদ রচনার নিদর্শন হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। তবে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের এ রচনা ঠিক বৈষ্ণবীয় ব্রজবুলি হয়েছে বলে মনে হয় না।

বিদ্যাপতির বিখ্যাত বিরহ বিষয়ক পদ-

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর।
শূন্য মন্দির মোর॥

২. চণ্ডীদাস:

চণ্ডীদাসের সময়কাল চৌদ্দ শতকের শেষার্ধ থেকে পনের শতকের প্রথমার্ধ। তিনি পূর্ব বাংলার কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে খ্যাত। তিনি খাঁটি বাংলা ভাষার পদ রচনা করেন। তিনি বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি। রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীদাসকে বলেছেন দু:খের কবি। কারণ তার কবিতায় রয়েছে অতলান্ত বেদনার সুর।

চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি

১. শুনহ মানুষ ভাই।
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই॥

২. সই, কেমনে ধরিব হিয়া।
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়।
আমার আঙ্গিনা দিয়া॥

৩. গোবিন্দ দাস:

বিদ্যাপতির অনুসারী ছিলেন গোবিন্দ দাস। গোবিন্দ দাস ব্রজবুলি ভাষায় পদ রচনা করেন। গোবিন্দ দাস ষোল শতকের কবি। তার বিখ্যাত রাধা রূপ বিষয়ক পদ হলো-

"যাঁহা যাঁহা তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি॥"

৪. জ্ঞানদাস:

চণ্ডীদাসের অনুসারী ছিলেন জ্ঞানদাস। জ্ঞানদাস ষোল শতকের কবি। চৈতন্যপরবর্তী পদাবলি সাহিত্যের বিস্তৃতি ও গভীরতা সৃষ্টিতে তার অবদান অসামান্য। তার জন্মস্থান বর্ধমান জেলার কাটোয়া এলাকার কাঁদড়া গ্রামে। কাঁদড়াতে জ্ঞানদাসের মঠও আছে এবং তার তিরোধান উপলক্ষ্যে সেখানে মেলা-উৎসব হয়।

তার বিখ্যাত কৃষ্ণানুরাগ বিষয়ক পদ হলো-

রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. **পদ বা পদাবলি বলতে কী বুঝায়?**
ক. লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ বা কবিতাবলী
খ. পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা
গ. বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ দৃষ্টি
ঘ. বাউল বা মরমী গীতি **উত্তর: গ**

২. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি?**
[৯ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন : ১৩]
ক. শ্রীকৃষ্ণকীতন খ. চর্যাপদ
গ. বৈষ্ণব পদাবলি ঘ. নাথসাহিত্য **উত্তর: গ**

৩. **নিচের কোনটি মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান একটি ধারা?**
ক. মঙ্গলকাব্য খ. রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান
গ. অনুবাদ সাহিত্য ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি **উত্তর: ঘ**

৪. **কোন উক্তিটি ঠিক?**
ক. বৈষ্ণব পদাবলি মধ্যযুগের বাংলার এক প্রকার কাহিনীকাব্য
খ. বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণব ধর্মের যৌক্তিক ব্যাখ্যা
গ. বৈষ্ণব পদাবলি পদ্যে রচিত চৈতন্য দেবের জীবনী বিশেষ
ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি রাধা ও কৃষ্ণের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিচিত্র অনুভূতি সম্বলিত এক প্রকার গান **উত্তর: ঘ**

৫. **শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কী রস বলে?**
ক. ভাবরস খ. মধুররস
গ. প্রেমরস ঘ. লীলারস **উত্তর: খ**

৬. **বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম কবি কে?**
ক. শ্রীচৈতন্য খ. বিদ্যাপতি
গ. চণ্ডীদাস ঘ. জ্ঞানদাস **উত্তর: খ**

৭. **বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?**
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস ঘ. আলাওল **উত্তর: ক**

৮. **'বিদ্যাপতি' কোন রাজসভার কবি ছিলেন?**
ক. রোসাঙ্গ খ. কৃষ্ণনগর
গ. বিক্রমপুর ঘ. মিথিলা **উত্তর: ঘ**

৯. **বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি কে?**
ক. গোবিন্দদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. বিদ্যাপতি **উত্তর: ঘ**

১০. **কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?**
ক. বিদ্যাপতি খ. জয়দেব
গ. গোবিন্দদাস ঘ. এদের কেউ নয় **উত্তর: ক**

১১. **বিদ্যাপতি কোন ধারার কবি?**
ক. বৈষ্ণব পদাবলি খ. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
গ. চরিত সাহিত্য ঘ. মঙ্গলকাব্য **উত্তর: ক**

১২. **বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেন?**
ক. ফারসি খ. ব্রজবুলি
গ. মারাঠি ঘ. হিন্দি **উত্তর: খ**

১৩. **বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ কোন ভাষায় রচিত?**
ক. মৈথিলি খ. বাংলা
গ. প্রাকৃত ঘ. ব্রজবুলি **উত্তর: ঘ**

১৪. **'ব্রজবুলি' বলতে কী বোঝায়?**
ক. ব্রজধামে কথিত ভাষা
খ. এক রকম কৃত্রিম কবিভাষা
গ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল
ঘ. মৈথিলি ভাষার একটি উপভাষা **উত্তর: খ**

১৫. **বাংলা এবং মৈথিলী ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম কি?**
ক. মাগধী খ. অসমিয়া
গ. ব্রজবুলি ঘ. জগাখিচুড়ি **উত্তর: গ**

১৬. **'ব্রজবুলি'র কোন স্থানের ভাষা?**
ক. আসাম খ. মিথিলি
গ. গৌড় ঘ. পশ্চিমবঙ্গ **উত্তর: খ**

১৭. **'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক কে?**
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. আলাওল ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **উত্তর: খ**

১৮. **'ব্রজবুলি'তে কোন কবি পদাবলি রচনা করেন?**
[পঞ্চদশ বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ/ সমপর্যায়) : ১৮]
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. গোবিন্দদাস **উত্তর: গ**

১৯. **বিদ্যাপতি কোন ভাষায় পদ রচনা করেছেন?**
ক. বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. মৈথিলী ঘ. পালি **উত্তর: গ**

২০. **কাকে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয়?**
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. গোবিন্দদাস ঘ. কৃষ্ণদাস **উত্তর: গ**

২১. **'গীতগোবিন্দ'-এর রচয়িতা কে?**
ক. কৃত্তিবাস খ. কাশীরাম দাস
গ. জয়দেব ঘ. দ্বিজ বংশীদাস **উত্তর: গ**

২২. **'গীতগোবিন্দ' কোন ভাষায় রচিত?**
ক. প্রাচীন বাংলা খ. সংস্কৃত
গ. ব্রজবুলি ঘ. অবহট্‌হ **উত্তর: খ**

২৩. **'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর/ শূন্য মন্দির মোর।'– কে লিখেছেন?**
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. রবীন্দ্রনাথ **উত্তর: খ**

২৪. **বৈষ্ণব পদকর্তা 'চণ্ডীদাস' কত জন?**
ক. ৩ জন খ. ২ জন
গ. ৪ জন ঘ. ৫ জন **উত্তর: ক**

২৫. **'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'– কে বলেছেন?**
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. রামকৃষ্ণ পরমহংস ঘ. বিবেকানন্দ **উত্তর: ক**

২৬. **'সই কে শুনাইল শ্যাম নাম' পদটির রচয়িতা কে?**
ক. চণ্ডীদাস খ. দ্বিজ চণ্ডীদাস
গ. জ্ঞানদাস ঘ. গোবিন্দদাস **উত্তর: ক**

২৭. **"সই কেমনে ধরিব হিয়া/ আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়/ আমরি আঙিনা দিয়া।" কার রচনা?**
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস ঘ. গোবিন্দদাস **উত্তর: ক**

২৮. **নিচের কোন জন বাংলা ভাষার কবি?**
ক. সুরদাস খ. কালিদাস
গ. জ্ঞানদাস ঘ. জয়দেব **উত্তর: গ**

২৯. 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' কার রচনা?
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. লোচনদাস উত্তর: খ

৩০. 'সুখের লাগিয়ে এ বছর বান্ধিলুঁ আনলে পুড়িয়া গেল'– পদটির রচয়িতা কে?
ক. জ্ঞানদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. চণ্ডীদাস ঘ. গোবিন্দদাস উত্তর: ক

৩১. কে বাংলা ভাষার কবি নন?
ক. জ্ঞানদাস খ. জয়দেব
গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস উত্তর: খ

৩২. মধ্যযুগের কবি নন কে?
ক. জয়নন্দী খ. বড়ু চণ্ডী দাস
গ. গোবিন্দদাস ঘ. জ্ঞানদাস উত্তর: ক
ব্যাখ্যা : জয়নন্দী 'চর্যাপদ' বা প্রাচীন যুগের কবি। তিনি চর্যাপদের ৪৬ নং পদের রচয়িতা।

মঙ্গলকাব্য

মঙ্গলকাব্য- ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য নামে খ্যাত। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এসব মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। অনেকের মতে, এক মঙ্গলবার থেকে পরবর্তী মঙ্গলবার পর্যন্ত পালাকারে গাওয়া হতো বলে এর নাম মঙ্গলকাব্য। মঙ্গলকাব্যের প্রধান দুই দেবী হচ্ছেন মনসা ও চণ্ডী।

মঙ্গলকাব্যগুলো গীত হতো পূজানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে। প্রতিটি কাব্য নির্দিষ্ট সংখ্যক পালায় বিভক্ত- মনসামঙ্গল ৩০ পালায়, চণ্ডীমঙ্গল ১৬ পালায়।

মঙ্গলকাব্য দু-শ্রেণিতে বিভক্ত-

(১) পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য;
(২) লৌকিক মঙ্গলকাব্য। লৌকিক মঙ্গলকাব্যে বণিক ও নিম্নবর্ণের মানুষেরও প্রাধান্য দেখা যায়।
মঙ্গলকাব্যের প্রথম যুগের ভাষা স্থূল ও গ্রাম্যতাপূর্ণ, মধ্যযুগের ভাষা সহজ ও সাবলীল এবং শেষ যুগের ভাষা অলঙ্কারসমৃদ্ধ।

মনসামঙ্গল কাব্য

সর্পসংকুল ভারতবর্ষে নানা মূর্তিতে সাপের পূজা হয়- উত্তর ভারতে সরীসৃপ মূর্তির, দক্ষিণ ভারতে জীবিত সর্পের পূজা হয়। পূর্বভারতে তথা বঙ্গদেশে মনসার ঘট স্থাপন করে পূজা করা হয়। উত্তর ভারতে সাপের দেবতা বাসুকী পুরুষ, বঙ্গদেশে মনসা নারী। মনসামঙ্গল কাব্য মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রাচীন মঙ্গলকাব্য। মনসামঙ্গল কাব্যের নাম চরিত্র লৌকিক দেবী- সর্পদেবী মনসা। মনসা দেবীর অন্য নাম- কেতকা ও পদ্মাবতী। মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান প্রধান চরিত্র- দেবী মনসা, চাঁদ সওদাগর, সনকা, বেহুলা ও লখিন্দর।

মনসামঙ্গল কাব্যের কবি

- মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কানা হরিদত্ত। তার পুঁথি পাওয়া যায় নি। বিজয়গুপ্ত হরিদত্তকে মূর্খ ও ছন্দজ্ঞানহীন বলে উল্লেখ করেছেন। তবে মনসা কাহিনির যে কাঠামো তিনি সৃষ্টি করেছেন তা কয়েক শত বছর ধরে অনুসৃত হয়েছে, এটি তার মৌলিকতার পরিচয়।
- সুস্পষ্ট সন তারিখযুক্ত মনসামঙ্গল কাব্যের প্রথম রচয়িতা কবি বিজয়গুপ্ত। তার কাব্যের নাম পদ্মপুরাণ। কবি বিজয়গুপ্ত বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গৈলা গ্রামের প্রাচীন নাম ফুল্লশ্রী। কবি বিজয়গুপ্ত সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে ১৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তার কাব্যের ব্যাপক প্রচার হয়েছিল। মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি নারায়ণদেব। বর্তমান কিশোরগঞ্জ জেলার বোর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ দেব পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগের কবি। তার কাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। পদ্মপুরাণের একটি চরণ-
  "বিলিঙ্গ আমি পূঁজি জেই হাতে
  সেই হাতে তোমারে পূজিতে না লয় চিত্তে"।
- কবি বিপ্রদাস পিপিলাই ১৪৯৫ সালে 'মনসাবিজয়' কাব্য রচনা করেন। চব্বিশ পরগণা জেলার নদুর্ড্যা চট্টগ্রাম (পাঠান্তরে বাদুড্যা) ছিল বিপ্রদাসের নিবাস। তার পিতা মুকুন্দ পণ্ডিত।
- দ্বিজ বংশীদাস রচিত মঙ্গলকাব্যের নাম 'পদ্মপুরাণ'। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিজ বংশীদাস কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি। কবি দ্বিজ বংশীদাস সুকণ্ঠ গায়ক হিসেবেও খ্যাত ছিলেন। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং বাড়িতে ঢোল চালাতেন।
- আরেক জনপ্রিয় কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের কবি। জনপ্রিয়তায় শ্রেষ্ঠ কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ-এর মূল নাম ক্ষেমানন্দ এবং কেতকাদাস তার উপাধি। কেতকা দেবী মনসার অপর নাম। কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ দেবীকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। কবি ক্ষেমানন্দের কাব্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল ও রামায়ণ কাহিনির প্রভাব রয়েছে।
- দেব নাগরী অক্ষরে ও আঞ্চলিক শব্দে লিখিত আরও একটি পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে যার রচয়িতা ক্ষেমানন্দ নামে আরেক স্বতন্ত্র কবি।
- বাইশা: বাইশ কবির পদসংকলন বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গল' বা বাইশ কবির মনসা যা বাইশা নামে খ্যাত।
- মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী চরিত্র চাঁদ সওদাগর। চাঁদ সওদাগরের স্ত্রীর নাম সনকা। চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা মনসা ডুবিয়ে দিয়েছিল এবং ছয় পুত্রকে মেরে ফেলেছিল।
- বেহুলা স্বর্গের দেবতাদের নাচে গানে সন্তুষ্ট করলে মৃত স্বামী লখিন্দরের জীবন ফিরে পায়। চাঁদ সওদাগর অন্যদিকে ফিরে বাম হাতে মনসার মূর্তিতে ফুল ছুঁড়ে দিলে পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচলিত হয়।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
কানাহরি দত্ত	'মনসামঙ্গল'	চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

চণ্ডীদেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত কাব্য চণ্ডীমঙ্গল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্য দুখণ্ডে বিভক্ত- (ক) আখেটিক খণ্ড; (খ) বণিক খণ্ড। আখেটিক খণ্ডে বর্ণিত অংশের নাম কালকেতু উপাখ্যান। দ্বিতীয়খণ্ড বণিকখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।

কালকেতু উপাখ্যানে দেবী চণ্ডী স্বর্ণগোধিকার ছদ্মবেশ ধারণ করেন। কালকেতু স্বর্ণগোধিকাকে শিকার করে ঘরে নিয়ে গেলে কালকেতুর ঘরে গিয়ে দেবী নিজ রূপ ধারণ করেন। কালকেতুকে সাত ঘড়া ধান দিয়ে পূঁজা প্রচারের নির্দেশ দেন। দেবীর নির্দেশে কালকেতু গুজরাটে বন কেটে নগর পত্তন করে। কালকেতু মর্ত্যে আসার পূর্বে স্বর্গরাজ্যের দেবতা ইন্দ্রের পুত্র ছিল এবং তার নাম ছিল নীলাম্বর।

ফুল্লরা ছিল নীলাম্বর পত্নী, স্বর্গরাজ্যের নাম ছিল ছায়া। অভিশপ্ত হয়ে নীলাম্বর ও ছায়া মর্ত্যে ব্যধের ঘরে জন্ম নেয়। ধনপতি সওদাগরের কাহিনীর প্রধান চরিত্র ধনপতি সওদাগর, লহনা, ফুল্লরা, দেবীচণ্ডী, সিংহল রাজ, শ্রীমন্ত।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি

- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মানিক দত্ত। মানিক দত্ত গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন। তিনি কানা ও খোঁড়া ছিলেন। দেবী চণ্ডীর দয়ায় তিনি সুস্থ হন এবং স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে কাব্য রচনা করেন।
- দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম কবি। তার কাব্যের নাম সারদামঙ্গল। সারদামঙ্গল কাব্য ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত। তার কাব্যে চণ্ডীর নাম 'মঙ্গলচণ্ডী'। 'মঙ্গল' নামে অসুর বধ করে দেবী এই নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি কৃষ্ণমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল নামে আরো দুটি কাব্য রচনা করেন।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর উপাধি হলো কবিকঙ্কন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতকে বর্ধমান জেলার রত্না নদীর কূলে দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারের কারণে তিনি দামুন্যা ত্যাগ করে ব্রাহ্মণভূমির রাজা বাঁকুড়া রায়ের অরোরা গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তার ছেলে রঘুনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ জমিদার হলে রঘুনাথের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মুকুন্দরাম 'শ্রী শ্রী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। জমিদার রঘুনাথ রায় কবি প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ কবি মুকুন্দরামকে 'কবিকঙ্কন' উপাধি দেন। তবে সুকুমার সেন একে স্বয়ংগৃহীত বলে মনে করেন। মুকুন্দরাম রচিত কাব্যের নাম 'চণ্ডীমঙ্গল'; এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে 'অভয়মঙ্গল', 'আম্বিকামঙ্গল', 'গৌরীমঙ্গল', 'চণ্ডিকামঙ্গল' নামও পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম রচিত চণ্ডীমঙ্গল তিনখণ্ডে বিভক্ত-
  (১) দেবখণ্ড-সতী ও পার্বতীর কাহিনী;
  (২) আখেটিক খণ্ড-কালকেতুর কাহিনী ও
  (৩) বণিক খণ্ড- ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।
- চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি দ্বিজ রামদেব। তার কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল' কাব্য।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আরও একজন কবি মুক্তারাম সেন। মুক্তারাম সেন চট্টগ্রাম জেলার দেবগ্রামে (বর্তমানে আনোয়ারায়) জন্মগ্রহণ করেন।
- দেবরাম সেন রচিত কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল'।
- সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কবি হরিরাম 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন।
- কবি লালা জয়নারায়ণ সেন চণ্ডীমঙ্গলের আরেক কবি। তিনি মুন্সীগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরের জপসা অধিবাসী ছিলেন। কবি লালা জয়নারায়ণ সেন এর কাব্যের নাম "হরিলীলা"।
- কবি ভবানীশঙ্কর দাস ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মঙ্গলচণ্ডী আঞ্চলিক ভাষায় রচনা করেন। তার কাব্য জাগরণের পুঁথি ও চণ্ডীমঙ্গল গীত নামেও পরিচিত।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের শেষ কবি অকিঞ্চন চক্রবর্তী। অকিঞ্চন চক্রবর্তী মেদিনীপুরের ঘটাল মহকুমার বেঙ্গারাম গ্রামে বসবাস করতেন। অকিঞ্চন চক্রবর্তীর উপাধি ছিল কবীন্দ্র।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

ধর্মঠাকুর নামে দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজার ঘটনা নিয়ে রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য। হিন্দুদের নিচু শ্রেণির (ডোমসমাজ) দেবতা ধর্মঠাকুর। রাঢ়দেশে ধর্মঠাকুর এখনও জাগ্রত দেবতা। আঞ্চলিক হলেও অন্যান্য মঙ্গল পাচালির চেয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যের চাহিদা ও জনপ্রিয়তা ছিল অধিক। অসংখ্য অব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ রচনা করেন এ কাব্য। ধর্মঠাকুরই একমাত্র দেবতা যাতে সর্বশ্রেণির সর্বজনের অধিকার ও শ্রদ্ধা ছিল। কাহিনীতে রয়েছে ধর্মঠাকুরের আসল পরিচয়: সূর্য তার অনুগত, সন্তানদের তার আয়ত্ত্বে, জলবর্ষণ তার কাজ, চক্ষুরোগ নিরাময় তার কৃপা, তার দেওয়া দণ্ড কুষ্ঠরোগ, ধবল রূপ তার প্রিয়। সাধারণত একটি শিলাখণ্ডই (কূর্মমূর্তি) ধর্ম-প্রতীকরূপে পূজা পায়।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী দুটি- (১) রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি; (২) লাউসেনের কাহিনী। 'রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী'র প্রধান চরিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র, বা লুইধর। 'লাউসেনের কাহিনী'র চরিত্র কর্ণসেন, রঞ্জাবতি, ধর্মঠাকুর, লাউসেন, মাহমুদ।

ধর্মমঙ্গলের কবি

- ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদিকবি ময়ূরভট্ট। তিনি সতের শতকের কবি ছিলেন। ময়ূরভট্ট রচিত কাব্যটি হচ্ছে "শ্রীধর্মপুরাণ"। তবে তার রচনার একটি পদও পাওয়া যায়নি।
- ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় কবি আদি রূপরাম। কবি মাণিক গাঙ্গুলিই তাকে স্মরণ করে পদ রচনা করেন। তার কোন পুঁথি পাওয়া যায়নি।
- ধর্মমঙ্গলের আরেক কবি খেলারাম চক্রবর্তী। ধর্মমঙ্গল কাব্যের একজন অন্যতম কবি মানিকরাম গাঙ্গুলি। মানিকরামের সমসাময়িক আরেকজন কবি দ্বিতীয় রূপরাম। কবি দ্বিতীয় রূপরাম ১৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে তার কাব্য রচনা করেন।

  ধর্মমঙ্গলের অন্যতম কবি শ্যামপণ্ডিত। শ্যাম পণ্ডিত রচিত কাব্যের নাম 'নিরঞ্জন মঙ্গল'।

  রামদাস আদক রচিত কাব্যের নাম অনাদিমঙ্গল। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে তার কাব্য প্রথম গীত হয়।
- কবি ঘনরাম অষ্টাদশ শতকের ধর্মমঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দে ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্য রচনা শেষ হয়। বর্ধমান জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবি ঘনরাম চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেনের কাহিনীই ঘনরাম চক্রবর্তীর কাব্যের উপজীব্য।

অন্নদামঙ্গল কাব্য

দেবী অন্নদার গুণকীর্তন নিয়ে রচিত কাব্য অন্নদামঙ্গল কাব্য। এটি রচনা করেন ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। তাকে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্নদামঙ্গল কাব্য তিনখণ্ডে বিভক্ত- (১) প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল। (২) দ্বিতীয় খণ্ড- বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গল; (৩) তৃতীয় খণ্ড- ভবানন্দ মানসিংহ অন্নদামঙ্গল।

প্রথম খণ্ড শিবনারায়ণ অন্নদামঙ্গল উপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্মগ্রহণ, শিবের সাথে বিয়ে, ঘরকন্না ও অন্নপূর্ণা মূর্তিধারণ, পূঁজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রধান চরিত্র দেবতা শিব, উমা, হরিহর, ভবানন্দ, ঈশ্বরী পাটনি।

দ্বিতীয় খণ্ড বিদ্যাসুন্দর "কালিকামঙ্গল" উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র সুন্দর, বিদ্যা, দেবী কালি, রাজা বীরসিংহ, হীরা মালিনী। ভাষা, ছন্দ, কাহিনী, উপমার বিচারে তার রচিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তৃতীয় খণ্ড মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যানের প্রধান চরিত্র-মানসিংহ, ভবানন্দ, দেবী অন্নদা, সম্রাট জাহাঙ্গীর।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের দুটি বিশেষ চরিত্র ঈশ্বরী পাটনী ও হীরা মালিনী।

অন্নদামঙ্গলের কবি

- অন্নদামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র রায়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে খ্যাত। মঙ্গল কাব্যধারার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। গুণাকর কবি ভারতচন্দ্রের উপাধি।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বর্ধমান বিভাগের ভুরসুট পরগণার আধুনিক হাওড়া জেলার পেড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের সম্ভাব্য জন্ম ১৭০৫ সালে বলে ধরা হয়। রাজা কৃষ্ণরায়ের বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম।
- ভারতচন্দ্রের কবিজীবনের সূত্রপাত হয় দেবনান্দপুর গ্রামে অবস্থানকালে। 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' রচনার মধ্যে দিয়ে। চল্লিশ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাকবি নিযুক্ত হন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কবি ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতায় মুগ্ধ হয়ে কবিকে 'গুণাকর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এ কাব্যে এত মুগ্ধ হন যে, এটি দরবারে গাওয়া হতো এবং এ কাব্য রচনার পর তিনি বর্তমান আকারে কালীপূজা প্রবর্তন করেন।

- ভারতচন্দ্রের প্রধান দুটি কাব্যগ্রন্থ হল 'অন্নদামঙ্গল' ও সত্য পীরের পাঁচালী'। ১৭৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। কবি ভারতচন্দ্র রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যের মোট পর্ব সংখ্যা ৮। তাঁর রচিত দুটি বিখ্যাত উক্তি হলো-
  'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন' এবং 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'।
  আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার সম্পর্কে ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত পঙক্তি:
  "প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
  যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস লয়ে"।
- ভারতচন্দ্র রায় মৈথিলী কবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জুরী' কাব্যের অনুবাদও করেছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র রায়ের অসমাপ্ত রচনা 'চণ্ডীনাটক'।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
ভারতচন্দ্র	'অন্নদামঙ্গল'	ঈশ্বরী পাটনী

কালিকামঙ্গল কাব্য

অপূর্ব রূপ গুণান্বিত রাজকুমার সুন্দর এবং বীরসিংহের অতুলনীয়া সুন্দরী ও বিদুষী কন্যা বিদ্যার গুপ্ত প্রণয়কাহিনী কালিকামঙ্গল কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয়। মূল কাহিনী কাশ্মীরের বিখ্যাত কবি বিলহন কর্তৃক তার 'চৌরপঞ্চাশিকা' কাব্য সংস্কৃতে বিধৃত হয়েছিল। বিলহন একাদশ শতকের কবি। ক্রমে চৌরপঞ্চাশিকার কাহিনী বাংলায় এসে প্রণয়াকাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কালিকামঙ্গলে স্থান পেয়েছে।

কালিকামঙ্গলের কবিগণ

- কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি হলেন কবি কঙ্ক। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার নদীর তীরে বিপ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনের করুণ ও বিচিত্র কাহিনি অবলম্বনে রচিত লোকগাথা 'কঙ্ক ও লীলা' নামে ময়মনসিংহ গীতিকোষে স্থান পেয়েছে।
- বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী নিয়ে শ্রীধর নামে একজন হিন্দু লেখকের রচনা প্রথম লেখা বলে অনুমিত। তিনি চট্টগ্রামের কবি। তিনি ষোল শতকের শুরুতে নুসরত শাহের নির্দেশে এ কাব্য রচনা করেন।
- অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্র রায় শ্রেষ্ঠমানের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচয়িতা। তার কালিকামঙ্গলে তিনি অশ্লীলরূপে নারী মিলনের বর্ণনা দিয়েছেন এবং নারীদের সম্পর্কে অনেক স্থূল রসিকতা করেছেন। সুন্দর নামে এক বিদেশি বিদ্যাশিক্ষার্থীর সাথে বিদ্যা নামে এক বাঙালি কন্যার প্রণয় ও মিলনের কাহিনী এ কাব্যের উপজীব্য।
- সাবিরিদ খান (শাহ বারিদ খান) ছিলেন 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের রচয়িতা। তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি ছিলেন। তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন। হযরত মুহম্মদ (সা:) এর রাজ্য জয়, তার মাহাত্ম্য ঘোষণা হচ্ছে 'রসূল বিজয়' গ্রন্থের বক্তব্য।
- কবি গোবিন্দদাস ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।
- রামপ্রসাদ সেন কালিকামঙ্গলের বিশিষ্ট কবি। কবি রামপ্রসাদ ১৭২০ খ্রিষ্টাব্দে চব্বিশ পরগনা জেলার হালি শহরের নিকটবর্তী কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দেন। কবি রামপ্রসাদের কাব্যের নাম 'কবিরঞ্জন'। রামপ্রসাদ শ্যামসঙ্গীত রচনায়ও অপরিসীম কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অন্যান্য মঙ্গল কাব্য

অন্যান্য মঙ্গল কাব্যগুলোর শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, রায়মঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, পঞ্চাননমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল, তীর্থমঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. 'মঙ্গলকাব্য' কোন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন?
ক. উত্তর আধুনিক খ. আধুনিক
গ. মধ্যযুগ ঘ. প্রাচীন যুগ **উত্তর: গ**

২. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত–
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চট্টগ্রাম বিভাগ) : ০৬]
ক. লোকসঙ্গীত
খ. মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা
গ. ধর্মবিষয়ক আখ্যান
ঘ. পীর পাঁচালী **উত্তর: গ**

৩. মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লেখিত কারণ কী?
ক. রাজাদের প্রাপ্তি
খ. স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ
গ. রাজা ও সভাসদের মনোরঞ্জন করা
ঘ. রাজকবির দায়িত্ব পালন **উত্তর: খ**

৪. মঙ্গলকাব্যে কোন দুই দেবতার প্রাধান্য বেশি?
ক. শিবায়ন ও ধর্মঠাকুর খ. মনসা ও শিবমঙ্গল
গ. চণ্ডী ও শিবায়ন ঘ. মনসা ও চণ্ডী **উত্তর: ঘ**

৫. 'মঙ্গলকাব্য'-এ ধর্মীয় আরাধনা মুখ্য হলেও এর অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো–
ক. ব্যক্তির মুক্তি খ. সামাজিক মিথস্ক্রিয়া
গ. অন্ত্যেবাসী মানুষ ঘ. শ্রেণিদ্বন্দ্ব **উত্তর: খ**

৬. কোনো মঙ্গলকাব্যে কয়টি অংশ থাকে?
ক. ৩টি খ. ৫টি
গ. ৭টি ঘ. ৮টি
ঙ. কোনোটিই নয় **উত্তর: ঙ**

৭. 'চৌতিশা' বাংলা কোন যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য?
ক. প্রাচীন যুগের খ. মধ্যযুগের
গ. আধুনিক যুগের ঘ. বাংলাদেশি সাহিত্য **উত্তর: খ**

৮. বারমাস্যা কাকে বলে?
ক. নায়িকার বারোমাসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা
খ. বারোমাসের চাষাবাদের বিবরণ
গ. নায়ক-নায়িকার প্রেমের ধারাবাহিক বিন্যাস
ঘ. দেবদেবীর পূজা প্রচারের কাহিনি **উত্তর: ক**

৯. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. মাণিক দত্ত
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. দাশুরায় **উত্তর: ঘ**

১০. কোনটি আধুনিকযুগের কাব্য?
ক. মনসামঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. কালিকামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল **উত্তর: ঘ**

১১. নিচের কোনটি লৌকিক শ্রেণির মঙ্গলকাব্য?
ক. গৌরীমঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. মনসামঙ্গল ঘ. চণ্ডীমঙ্গল **উত্তর: গ, ঘ**

১২. মঙ্গলকাব্যের প্রাচীনতম ধারা–
ক. মনসামঙ্গল খ. চণ্ডীমঙ্গল
গ. কাব্যমঙ্গল ঘ. গীতিমাল্য উত্তর: ক

১৩. কোন দেবীর কাহিনী নিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য রচিত?
ক. লখিন্দর দেবী খ. পদ্মাবতী দেবী
গ. মনসা দেবী ঘ. বেহুলা ও চাঁদসুন্দর উত্তর: খ,গ

১৪. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের আদিকবি কে?
ক. কৃত্তিবাস খ. মালাধর বসু
গ. মাণিক দত্ত ঘ. কানাহরি দত্ত উত্তর: ঘ

১৫. মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী?
ক. মনসামঙ্গল খ. মনসাবিজয়
গ. পদ্মাপুরাণ ঘ. পদ্মাবতী উত্তর: গ

১৬. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. অন্নদামঙ্গল ঘ. ধর্মমঙ্গল উত্তর: ক

১৭. "মূর্খে রচিত গীত না জানে বৃত্তান্ত।
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত"। কে বলেছেন?
ক. বিজয় গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. চণ্ডীদাস ঘ. রামাই পণ্ডিত উত্তর: ক

১৮. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কোন কবি?
ক. বিজয় গুপ্ত খ. লোচন দাস
গ. রায় বিনোদ ঘ. রামাই পণ্ডিত উত্তর: ক

১৯. 'চাঁদ সদাগর' বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র?
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. ধর্মমঙ্গল ঘ. অন্নদামঙ্গল উত্তর: খ

২০. মঙ্গলকাব্যের কোন চরিত্রটি 'দেবতা-বিরোধী' বলে পরিচিত?
ক. ধনপতি সাদরগ খ. লাউ সেন
গ. কালকেতু ঘ. চাঁদ সদাগর উত্তর: ঘ

২১. 'বেহুলা-লখিন্দরের' কাহিনি পাওয়া যায় কোন মঙ্গলকাব্যে?
ক. মনসামঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. শীতলামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল উত্তর: ক

২২. 'মনসামঙ্গল' কাব্যের চরিত্র–
ক. ফুল্লরা খ. কালকেতু
গ. বেহুলা, লখিন্দর ঘ. রাজা হরিশ্চন্দ্র উত্তর: গ

২৩. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা–
ক. চণ্ডীদাস খ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. বিপ্রদাস পিপিলাই উত্তর: খ

২৪. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের প্রধান (শ্রেষ্ঠ) কবি কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. শাহ মুহাম্মদ সগীর
গ. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর উত্তর: গ

২৫. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উপাস্য 'চণ্ডী' কার স্ত্রী?
ক. জগন্নাথ খ. বিষ্ণু
গ. প্রজাপতি ঘ. শিব উত্তর: ঘ

২৬. 'ধনপতি সদাগর' কোন নগরের অধিবাসী ছিলেন?
ক. বিজয় নগর খ. উজানীনগর
গ. সিংহল ঘ. আরাকান উত্তর: খ

২৭. 'ভাড়ুদত্ত' কোন কাব্যের চরিত্র?
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ. অন্নদামঙ্গল উত্তর: ক

২৮. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কোন চরিত্রটি পাওয়া যায়?
ক. বড়াই খ. বেহুলা
গ. ঈশ্বরী ঘ. ফুল্লরা উত্তর: ঘ

২৯. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে নিচের কোন কবিতাটি নেওয়া হয়েছে?
ক. লোক-লোকান্তর খ. কালকেতুর ভোজন
গ. ঐকতান ঘ. সেই অস্ত্র উত্তর: খ

৩০. 'শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
গ্রাসগুলি তোলে যেন তে আটিয়া তাল।' কবিতাংশটি রচয়িতা কে?
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. আল মাহমুদ ঘ. আবু হেনা মোস্তফা উত্তর: ক

৩১. ময়ূরভট্ট, রূপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত, সীতারাম দাস প্রমুখ কবিদের সৃষ্টি কোন কাব্য?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. ধর্মমঙ্গল উত্তর: ঘ

৩২. ভুরসুট পরগনার পাণ্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন–
ক. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর খ. কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
গ. ময়ূর ভট্ট ঘ. কানাহরি দত্ত উত্তর: ক

৩৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
ক. দরিদত্ত খ. ভারতচন্দ্র
গ. মুকুন্দরাম ঘ. চণ্ডীদাস উত্তর: খ

৩৪. 'অন্নমঙ্গল' কাব্য কে রচনা করেন?
ক. কানাহরি দত্ত খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ. রূপরাম চক্রবর্তী ঘ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর উত্তর: ঘ

৩৫. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি?
ক. আরাকান রাজসভা
খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা
গ. রাজা গণেশের রাজসভা
ঘ. লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা উত্তর: খ

৩৬. 'মানসিংহ ভবানন্দ উপাখ্যান' কার রচনা?
ক. কানাহরি দত্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মুকুন্দরাম ঘ. বিজয় গুপ্ত উত্তর: খ

৩৭. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া–
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
খ. ভারতচন্দ্র রায়
গ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার
ঘ. কামিনী রায় উত্তর: খ

৩৮. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে' এ প্রাণটি করেছেন–
ক. ভাঁড়ুদত্ত খ. চাঁদ সদাগর
গ. ঈশ্বরী পাটনী ঘ. নলকুবের উত্তর: গ

৩৯. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালির এ প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. পদ্মাবতী
গ. অশ্রুমালা ঘ. লায়লী-মজনু উত্তর: ক

৪০. "বড়র পিরীত বালির বাঁধ!
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ" চরণ দু'টি কার রচনা?
ক. আলাওল খ. ভারতচন্দ্র রায়
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. শেখ ফজলল করিম উত্তর: খ

রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান

মুসলমানরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে আসে সুলতানি আমলে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের সবচেয়ে বড় অবদান কাহিনিকাব্য বা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রবর্তন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হিন্দু বৌদ্ধ রচিত বাংলা সাহিত্যে দেবদেবীরাই প্রধান ছিল, মানুষ ছিল অপ্রধান। মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যেই প্রথম মানুষ প্রাধান্য পায়। মুসলিম কবিরা হিন্দি ও আরবি-ফারসি ভাষার সাহিত্য উৎস হতে উপকরণ নিয়ে যে প্রেমমূলক কাব্য রচনা করেছিলেন তাই 'রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান' নামে পরিচিত।

- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর।
- চতুর্দশ শতকের শেষ ও পঞ্চদশ শতকের শুরুর দিকে তিনি 'ইউসুফ জোলেখা' রচনার মধ্য দিয়ে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার সূচনা করেন।
- রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোতে স্থান পেয়েছে মানবীয় প্রণয়কাহিনি। তবে এর বাহ্যিক ভাব মানবপ্রেম হলেও অন্তর্নিহিত ভাবে ফুটে উঠেছে সূফী প্রেমসাধনার পরিণতি।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান কাব্য

কাব্য	কবি	সময় কাল
ইউসুফ-জোলেখা	শাহ মুহাম্মদ সগীর	পনের শতক
রসুল বিজয়	জয়েন উদ্দিন	
সায়াৎনামা	মুজাম্মিল	ষোড়শ শতক
লায়লী মজনু	দৌলত উজির বাহরাম খান	
মধুমালতী	মুহাম্মদ কবির	
হানিফা ও কয়রাপরী	সাবিরিদ খান	
বিদ্যাসুন্দর	সাবিরিদ খান	
সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান	দোনা গাজী চৌধুরী	
সতীময়না-লোরচন্দ্রানী	দৌলত কাজী	সতের শতক
পদ্মবতী	আলাওল	
হপ্তপয়কর	আলাওল	
লালমতী সয়ফুলমুলুক	আবদুল হাকিম	
গুলে বকাওলী	নাওয়াজিশ খান	
শাহজালাল-মধুমালা	মঙ্গল চাঁদ	
জেবলমুলুক শামারোখা	সৈয়দ মুহম্মদ আকবর	
মৃগাবতী	মুহম্মদ মুকীম	অষ্টাদশ শতক
গদামল্লিকা	শেখ সাদী (ত্রিপুরার অধিবাসী)	

শাহ মুহম্মদ সগীর

পনের শতকের কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। তিনি ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমোপাখ্যান 'ইউসুফ ওয়া জুলেখা' অবলম্বনে রচনা করেন 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য। মধ্যযুগের প্রথম মুসলিম কবি হলেন শাহ মুহম্মদ সগীর। তিনি চতুর্দশ শতকের শেষ ও পঞ্চদশ শতকের প্রথমদিকের কবি ছিলেন।

দৌলত উজির বাহরাম খান

ষোল শতকের কবি দৌলত উজির বাহরাম খান ফারসি কবি জামী রচিত ফারসি প্রেমোপাখ্যান 'লায়লা ওয়া মজনুন' অবলম্বনে রচনা করেন 'লায়লী মজনু' কাব্য। এ কাহিনীর মূল উৎস আরবি লোকগাঁথা। বাহরাম খানের কাব্যে সুফীতত্ত্বের প্রচ্ছন্ন অবদান রয়েছে।

মুহম্মদ কবীর

ষোল শতকের কবি মুহম্মদ কবীর হিন্দি কবি মনঝন রচিত হিন্দি প্রেমাখ্যান 'মধুমালত' অবলম্বনে রচনা করেন 'মধুমালতী' কাব্য।

সাবিরিদ খান

সাবিরিদ খান চট্টগ্রামের একজন কবি। তিনি 'বিদ্যাসুন্দর' এবং 'হানিফ ও কয়রাপরী' নামক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেন। হযরত আলীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হনুফার গর্ভজাত সন্তান বীর হানিফা হলো এ কাব্যের নায়ক। হানিফা ও জয়গুণের দাম্পত্য প্রেম এবং হানিফা ও কয়রাপরীর রোমান্টিক প্রেম- এ দু'ধারার কাহিনী নিয়ে 'হানিফা ও কয়রাপরী' রচিত হয়েছে। তিনি 'রসূল বিজয়' কাব্যও রচনা করেন।

সৈয়দ সুলতান

সৈয়দ সুলতানের খ্যাতি নবীবংশের মতো একটি মহাকাব্যিক রচনা প্রণয়নের জন্য। তিনি অনেকগুলো গ্রন্থের রচয়িতা। তার অন্যান্য কাব্যগুলো হল 'শবে মিরাজ', রসূল বিজয়', 'ওফাতে রসূল', 'জয়কুম রাজার লড়াই', 'ইবলিশ নামা' 'জ্ঞান চৌতিশা', 'জ্ঞান প্রদীপ'। সৈয়দ সুলতান তার সমসাময়িক চট্টগ্রামবাসী কবিদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। অনেক কবি তাদের রচনায় ভক্তি সহকারে তার নাম দিয়েছেন। তার জন্ম চট্টগ্রামের পটিয়ার চক্রশালা গ্রামে। তিনি দীর্ঘজীবী, প্রায় জীবনকাল আনুমানিক ১৫৫০-১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে।

সৈয়দ সুলতানের প্রথম ও বিখ্যাত গ্রন্থ 'নবীবংশ'। এর উৎস আরবি-ফারসি সাহিত্য। 'শবে মিরাজ' পৃথক কোন কাব্য নয়, 'নবীবংশ'র একটি পর্বমাত্র। আবার, 'ইবলিশনামা' স্বতন্ত্র কোন কাব্য বা কাব্যের পর্ব নয়, 'শবে মিরাজ' কাহিনির অন্তর্গত একটি উপকাহিনী। 'নবীবংশ' কাব্যে রাসূলের অপূর্ব মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি আমীর হামজা, হযরত আলী প্রমূখের বীরত্ব ও বিক্রমের ছবি এঁকেছেন। তারা যুদ্ধে অজেয়, কেননা তারা আল্লাহর অনুগৃহীত।

আবদুল হাকিম

কবি আবদুল হাকিমের প্রণয়োপাখ্যানগুলো হলো- **'ইউসুফ জোলেখা'** এবং **'লালমতি' সয়ফুলমুলুক'**। কবি আব্দুল হাকিম নিজেকে বাঙালি বলতে গর্ববোধ করতেন। তিনি রচনা করেছিলেন বিখ্যাত পঙক্তি-

"যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবানী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি"

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?
ক. প্রাচীন যুগ খ. মধ্যযুগ
গ. অন্তমধ্য যুগ ঘ. আধুনিক যুগ উত্তর: খ

২. প্রাচীনতম সাহিত্যকর্ম–
ক. শকুন্তলা খ. হংসদূত
গ. রামায়ণ ঘ. মহাভারত উত্তর: গ

৩. 'রামায়ণ' রচয়িতার নাম কী?
ক. বাল্মীকি খ. ভিয়াস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. এদের কেউ নন উত্তর: ক

৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১১]
ক. বাল্মিকী খ. বাল্মিকি
গ. বাল্মীকি ঘ. বাল্মীকী উত্তর: গ

৫. 'রামায়ণ' রচিত হয়–
ক. হিন্দি ভাষায় খ. সংস্কৃত ভাষায়
গ. উর্দু ভাষায় ঘ. বাংলা ভাষা উত্তর: খ

৬. সীতা কোন মহাকাব্যের চরিত্র?
ক. ইলিয়াড খ. রামায়ণ
গ. মহাভারত ঘ. ওডিসি উত্তর: খ

৭. পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য বাংলায় অনূদিত হয়, এটির নাম কী?
ক. রামায়ণ খ. মহাভারত
গ. ইলিয়াড ঘ. গিলগামেশ উত্তর: ক

৮. বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ' কে প্রথম রচনা করেন?
ক. জয়দেব খ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ. ভুসুকু ঘ. কৃত্তিবাস উত্তর: ঘ

৯. বাংলায় কৃত্তিবাসকে রামায়ণ অনুবাদের অনুরোধ জানান–
ক. নাসিরউদ্দীন শাহ খ. গিঃয়াস উদ্দীন আজম শাহ
গ. আলাউদ্দীন খলজী ঘ. শাহ মোহাম্মদ সগীর উত্তর: ক

১০. রামায়ণের প্রথম মহিলা অনুবাদকের নাম কী?
ক. চন্দ্রাকলাবতী খ. চন্দ্রাবতী
গ. পদ্মাবতী ঘ. কামিনী রায় উত্তর: খ

১১. বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি কে?
ক. সারদা দেবী খ. চন্দ্রাবতী
গ. স্বর্ণকুমারী দেবী ঘ. সুফিয়া কামাল উত্তর: খ

১২. মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতার নাম কী?
ক. বিদ্যাপতি খ. মুকুন্দরাম
গ. দ্বিজ বংশীদাস ঘ. দ্বিজ চণ্ডীদাস উত্তর: গ

১৩. কবি চন্দ্রাবতী কোন অঞ্চলের মানুষ ছিলেন?
ক. হবিগঞ্জ খ. নেত্রকোনা
গ. সুনামগঞ্জ ঘ. কিশোরগঞ্জ উত্তর: ঘ

১৪. কোন বাক্যটি শুদ্ধ তা নির্দেশ করুন?
ক. কীর্তিবাস বাঙলা রামায়ন লিখিছেন
খ. কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখিয়াছেন
গ. কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন
ঘ. কৃত্তিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখেছেন উত্তর: গ

১৫. 'মহাভারত' এর রচয়িতা–
ক. বাল্মীকি খ. শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন দেবব্যাস
গ. ভদ্রবাহু ঘ. মনু উত্তর: খ

১৬. 'মহাভারত' এর শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?
ক. কবীন্দ্র পরমেশ্বর খ. কাশীরাম দাস
গ. শ্রীকরণ নন্দী ঘ. সঞ্জয় উত্তর: খ

১৭. 'পরাগলী মহাভারত' খ্যাত গ্রন্থের অনুবাদকের নাম কী?
ক. সঞ্চয় খ. কবীন্দ্র পরমেশ্বর
গ. শ্রীকর নন্দী ঘ. কাশীরাম দাস উত্তর: খ

১৮. মহাভারতের মূলে রয়েছে–
ক. রাম-সীতার কাহিনি খ. বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনি
গ. কুরু-পাণ্ডবের কাহিনি ঘ. রাধাকৃষ্ণের কাহিনি উত্তর: গ

১৯. দ্রোপদী কে?
ক. রামায়ণে সীতার সহচরী
খ. মহাভারতে দুর্যোধনের স্ত্রী
গ. রামায়ণে লক্ষণের প্রণয়প্রার্থী নারী
ঘ. মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী উত্তর: ঘ

২০. গান্ধারী চরিত্রটি পাওয়া যায়–
ক. মহাভারতে খ. রামায়ণে
গ. অর্থশাস্ত্রে ঘ. গীতায় উত্তর: ক

২১. কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কত সময় ব্যাপি চলেছিল?
ক. ১৮ দিন খ. ১৮ সপ্তাহ
গ. ১৮ মাস ঘ. ১৮ বছর উত্তর: ক

২২. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান কোনটি?
ক. নাথসাহিত্য খ. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
গ. জীবনীকাব্য ঘ. মঙ্গলকাব্য উত্তর: খ

২৩. হিন্দি ও ফারসি কাব্য থেকে কোন কাব্য ধারার প্রচলন হয়েছে?
ক. নাথসাহিত্য খ. প্রণয়োপাখ্যান
গ. পদাবলি ঘ. মঙ্গলকাব্য উত্তর: খ

২৪. প্রণয়োপাখ্যান গুলোর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–
ক. অনুকরণপ্রিয়তা খ. মানবিক প্রেম
গ. মুসলীমদের রচনা ঘ. রাজাদের কাহিনি উত্তর: খ

২৫. বাংলা সাহিত্যে প্রথম প্রণয়োপাখ্যান কোনটি
ক. লায়লী-মজনু খ. ইউসুফ জোলেখা
গ. চন্দ্রাবতী ঘ. পদ্মাবতী উত্তর: খ

২৬. মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য–
ক. পদ্মাবতী খ. চন্দ্রাবতী
গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. লায়লী-মজনু উত্তর: গ

২৭. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটে কোন যুগে?
ক. প্রাচীন যুগের শুরুতে খ. প্রাচীন যুগের শেষ দিকের
গ. মধ্যযুগে ঘ. আধুনিক যুগে উত্তর: গ

২৮. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি–
ক. দৌলত কাজী খ. দৌলত উজির বাহরাম খান
গ. মুহম্মদ কবির ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর উত্তর: ঘ

২৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীনতম মুসলমান কবি–
ক. মুহম্মদ কবির খ. সাবিরিদ খান
গ. শেখ ফয়জুল্লাহ ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর উত্তর: ঘ

৩০. মহাভারতে সংঘটিত যুদ্ধ কী নামে পরিচিত?
ক. রণক্ষেত্র খ. কুরুক্ষেত্র
গ. কুবের ক্ষেত্র ঘ. পাণ্ডরণ উত্তর: খ

৩১. সবচেয়ে প্রাচীন রোমান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানের রচয়িতা–
ক. শাহ মুহম্মদ সগীর
খ. দৌলত উজির বাহরাম খান
গ. আলাওল
ঘ. জৈনুদ্দিন উত্তর: ক

৩২. কোন কবি গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের রাজকর্মচারী ছিলেন?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ৯২]
ক. ঈশ্বর গুপ্ত খ. শাহ মুহম্মদ সগীর
গ. সৈয়দ হামজা ঘ. জয়েনউদ্দিন উত্তর: খ

৩৩. কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের 'শাহ' উপাধি থেকে অনুমান করা যায় যে, ...
ক. তিনি সুলতানি আমলে কবি
খ. তিনি দরবেশ-বংশ জাত
গ. তিনি রাজকর্মচারী ছিলেন
ঘ. তিনি পারস্যের অধিবাসী ছিলেন উত্তর: খ

৩৪. 'ইউসুফ জোলেখা' কী জাতীয় রচনা?
ক. নাথ খ. উপন্যাস
গ. রোমান্টিক প্রণয়কাব্য ঘ. রম্য রচনা উত্তর: গ

৩৫. 'ইউসুফ জোলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেছেন–
ক. মাগন ঠাকুর খ. দৌরত উজির বাহরাম খান
গ. আলাওল ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর উত্তর: ঘ

৩৬. 'ইউসুফ জোলেখা' মর্সিয়া সাহিত্যের লেখক কে?
ক. শেখ ফয়জুল্লাহ খ. দৌলত খাঁ
গ. আবদুল হাকিম ঘ. আবদুল করিম উত্তর: গ

৩৭. 'লায়লী-মজনু' কাব্যের অনুবাদক হলেন–
ক. সাবিরিদ খান খ. দৌলত উজির বাহরাম খান
গ. সৈয়দ সুলতান ঘ. আলাওল উত্তর: খ

৩৮. 'লায়লী-মজনু' কাব্যের উপাখ্যান কোন দেশের?
ক. সৌদি আরব খ. ইরাক
গ. ইরান ঘ. মিশর উত্তর: গ

৩৯. দৌলত উজির বাহরাম খান সাহিত্য সৃষ্টিতে কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন?
ক. সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ
খ. কোরেশী মাগন ঠাকুর
গ. সুলতান বরবক শাহ
ঘ. জমিদার নিজাম শাহ উত্তর: ক

৪০. 'গুলে বকাওলী' গ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. মুহাম্মদ মুকীম
খ. দৌলত উজির বাহরাম খান
গ. ফকীর গরীবুল্লাহ
ঘ. সাবিরিদ খান উত্তর: ক

৪১. 'সপ্ত পয়কর' কার রচনা?
ক. জৈনুদ্দিন খ. সৈয়দ আলাওল
গ. দীনবন্ধু মিত্র ঘ. অমিয় দেব উত্তর: খ

৪২. 'নবীবংশ' পুস্তকটি কে রচনা করেছেন?
ক. গোলাম মোস্তফা খ. হাজী মোহাম্মিল
গ. মীর মশাররফ হোসেন ঘ. সৈয়দ সুলতান উত্তর: ঘ

৪৩. 'কারবালা' ও 'শহরনামা' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা–
ক. শাহ মুহাম্মদ সগীর খ. আলাওল
গ. আবদুল হাকিম ঘ. দৌলত কাজী উত্তর: গ

৪৪. 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কে রচনা করেছেন?
ক. আলাওল খ. আবদুল হাকিম
গ. কায়কোবাদ ঘ. মধুসূদন দত্ত উত্তর: খ

৪৫. "যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।" এ পঙ্‌ক্তি দু'টি কোন কবির কবিতা হতে উদ্বৃত্ত করা হয়েছে?
ক. রামনিধি গুপ্ত খ. আলাওল
গ. আবদুল হাকিম ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উত্তর: গ

৪৬. "দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায় নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।"– কবিতাংশটি কার?
ক. কবি আবদুল হাকিম খ. মোজাম্মেল হক
গ. কামিনী রায় ঘ. রজনীকান্ত সেন উত্তর: ক

৪৭. "তে কাজে নিবেদি বাংলা করিয়া রচন। নিজ পরিশ্রমে তোষি আমি সর্বজন।"– কোন কবির রচনা?
ক. আলাওল খ. সৈয়দ সুলতান
গ. আবদুল হাকিম ঘ. আমির হামজা উত্তর: গ

৪৮. 'সেই বাক্য বুঝে প্রভু আগে নিরঞ্জন।'– এখানে 'আপে' অর্থ কী?
ক. আগে খ. সম্পূর্ণ
গ. স্বয়ং ঘ. পুরোপুরি উত্তর: গ

৪৯. আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরনের কাব্য?
ক. আত্মজীবনী খ. প্রণয়কাব্য
গ. নীতিকাব্য ঘ. জঙ্গনামা উত্তর: গ

৫০. 'তোহফা' কাব্যটি কে রচনা করেন?
ক. দৌলত কাজী খ. মাগন ঠাকুর
গ. সাবিরিদ খান ঘ. আলাওল উত্তর: ঘ

৫১. কোন গ্রন্থখানি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান?
ক. রামচরিত খ. কীবচকবধ
গ. পদ্মাবতী ঘ. ভাগবত উত্তর: গ

৫২. 'পদ্মাবতী' একটি–
ক. অনুবাদ গ্রন্থ খ. মৌলিক গ্রন্থ
গ. ভ্রমণকাহিনী ঘ. কোনোটিই নয় উত্তর: ক

৫৩. 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. দৌলত কাজী খ. মাগন ঠাকুর
গ. আলাওল ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর উত্তর: গ

৫৪. হিন্দি 'পদুমাব" এর অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা–
ক. দৌলত উজির বাহরাম খান
খ. সৈয়দ সুলতান
গ. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
ঘ. আলাওল উত্তর: ঘ

৫৫. 'পদ্মাবতী' কাব্যখানা মহাকবি আলাওল কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন?
ক. আরবি খ. ফারসি
গ. উর্দু ঘ. হিন্দি উত্তর: ঘ

৫৬. 'মধুমালতী' কাব্যগ্রন্থের কবি হলেন–
[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. শাহ গরীবুল্লাহ খ. সৈয়দ সুলতান
গ. জৈনুদ্দীন ঘ. মুহাম্মদ কবীর উত্তর: ঘ

রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

আরাকানকে বাংলা সাহিত্য রোসাঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। আরাকান রাজসভায় কবিগণের মধ্যে দৌলত কাজী, মরদন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, আলাওল, আবদুল করিম খন্দকার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ সময়ের কবিগণের পুরোধা দৌলত কাজী বাংলা রোমান্টিক কাব্যধারায় পথিকৃৎ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

❑ দৌলত কাজী

কবি দৌলত কাজী হিন্দু কবি সাধন রচিত প্রেমাখ্যান 'মৈনাসত' অবলম্বনে রচনা করেন সতীময়না-লোরচন্দ্রানী কাব্য। তিনি কাব্য রচনা করেন রোসাঙ্গের আশরাফ খানের অনুরোধে ১৬৩৮ সালে। তার সতীময়না গল্পের মূলে ছিল পশ্চিমা ভোজপুরী ভাষায় প্রচলিত একটি কাহিনি। তার কাব্যের নায়ক গোহারি দেশের রাজা, লোর। এতে লোরের দুই বিবাহ এবং প্রেমের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের শেষ অংশ রচনা করার পূর্বেই দৌলত কাজী মারা যান। তার অসমাপ্ত কাব্য সমাপ্ত করেন আলাওল, ১৬৫৯ সালে।

❑ আলাওল

সতের শতকের কবি আলাওল হিন্দি কবি মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত হিন্দি প্রেমাখ্যান 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে রচনা করেন 'পদ্মাবতী' কাব্য। 'পদ্মাবতী' কাব্যের নায়ক ও নায়িকা হলেন চিতোরের রাজা রত্নসেন ও অন্যতম রানী পদ্মাবতী। এ কাব্যে শুক পাখি নামক একটি পাখির অনেক ভূমিকা আছে। তার অন্যান্য কাব্যগুলো হল 'সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামান', 'তোহফা', 'হপ্তপয়কর', 'সেকেন্দারনামা'। এগুলো ফারসি ভাষা থেকে অনূদিত গ্রন্থ। 'তোহফা' রোমান্টিকধর্মী নয়, নীতিধর্মী ধর্মীয় গ্রন্থ।

আলাওল রোসাঙ্গ রাজসভার কবি। তার জীবনে মাগন ঠাকুরের প্রভাব অপরিসীম। মাগন ঠাকুরের অনুরোধে তিনি পদ্মাবতী রচনা করেন।

গ্রন্থকার	গ্রন্থ	চরিত্র
আলাওল	'পদ্মাবতী'	পদ্মাবতী

❑ কোরেশী মাগন ঠাকুর

সতের শতকের কবি ছিলেন কোরেশী মাগন ঠাকুর। তিনি ছিলেন রোসাঙ্গ রাজসভার প্রধান উজির। তার রচিত কাব্যের নাম 'চন্দ্রাবতী'। এ কাব্যের নায়ক ভদ্রাবতী নগরের রাজপুত্র বীরভান এবং নায়িকা সিংহলের রাজকুমারী চন্দ্রাবতী। এতে বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত নায়ক নায়িকার মিলন হয়েছিল।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. আরাকানে কখন সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল?
ক. ষোড়শ শতাব্দী খ. সপ্তদশ শতক
গ. পঞ্চদশ শতক ঘ. অষ্টাদশ শতক উত্তর: খ

২. 'আরাকানের' পূর্ব নাম কী?
ক. কাচিন খ. ইরাবতী
গ. রাখাইন ঘ. রোসাং উত্তর: ঘ

৩. কোন দু'জন আরাকান রাজসভার কবি?
[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক (দানিয়ুব) : ১৩]
ক. সৈয়দ সুলতান ও মুহাম্মদ কবির
খ. মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজী
গ. কাশীরাম দাস ও মহাকবি আলাওল
ঘ. মহাকবি আলাওল ও সৈয়দ সুলতান উত্তর: খ

৪. আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙ্গালি কবি–
ক. কোরেশী মাগন ঠাকুর খ. দৌলত কাজী
গ. আলাওল ঘ. মরদন উত্তর: খ

৫. 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্যটির রচয়িতা–
[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. আলাওল খ. দৌলত কাজী
গ. মাগন ঠাকুর ঘ. মরদন উত্তর: খ

৬. লৌকিক কাহিনির প্রথম রচয়িতা কে?
ক. আলাওল খ. কোরেশী মাগন
গ. দৌলত কাজী ঘ. সৈয়দ সুলতান উত্তর: গ

৭. 'নসীরানামা' কাব্যগ্রন্থ কার রচনা?
ক. দৌলত কাজী খ. কবি মরদন
গ. কোরেশী মাগন ঠাকুর ঘ. আলাওল উত্তর: খ

৮. 'চন্দ্রাবতী' কী?
ক. নাটক খ. কাব্য
গ. পদাবলি ঘ. পালাগান উত্তর: খ

৯. আলাওল কোন রাজসভার কবি ছিলেন?
ক. লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা
খ. আরাকান রাজসভা
গ. সম্রাট আকবরের রাজসভা
ঘ. সম্রাট শাহজাহানের রাজসভা উত্তর: খ

১০. কবি আলাওল কোন রাজ দরবারের কবি ছিলেন?
ক. ত্রিপুরা খ. দিল্লী
গ. রোসাঙ্গ ঘ. মুর্শিদাবাদ উত্তর: গ

১১. মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি?
ক. সর্বাধুনিক যুগের খ. আধুনিক যুগের
গ. প্রাচীন যুগের ঘ. মধ্যযুগের উত্তর: ঘ

১২. কবি আলাওলের জন্মস্থান কোনটি?
ক. ফরিদপুরের সুরেশ্বর খ. চট্টগ্রামের জোবরা
গ. চট্টগ্রামের পটিয়া ঘ. বার্মার আরাকান উত্তর: খ

১৩. কবি আলাওলের সময়কাল–
ক. ষোড়শ শতক খ. সপ্তদশ শতক
গ. পঞ্চদশ শতক ঘ. অষ্টাদশ শতক উত্তর: খ

১৪. মধ্যযুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি কে?
অথবা,
আরাকান রাজসভার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন–
ক. নাসির মাহমুদ খ. আলাওল
গ. সৈয়দ সুলতান ঘ. শাহ গরীবুল্লাহ উত্তর: খ

১৫. কবি আলাওলের প্রথম রচনা–
ক. সপ্ত পয়কর খ. সয়ফুলমুলক-বদিউজ্জামান
গ. পদ্মাবতী ঘ. গুলে বকাওলী উত্তর: গ

১৬. 'তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে', পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা–
ক. শাহ মুহম্মদ সগীর খ. আলাওল
গ. কোরেশী মাগান ঠাকুর ঘ. মুহম্মদ কবির উত্তর: খ

১৭. 'তাম্বুল রাতুল হইল অধর পরশে।'.... অর্থ কী?
ক. ঠোঁটের পরশে পান লাল হল
খ. অস্তাচলগামী সূর্যের আভায় মুখ রক্তিম দেখা গেল
গ. পানের পরশে ঠোঁট লাল হল
ঘ. অস্তাচলগামী সূর্য ও মুখ একই রকম লাল হয়ে গেল উত্তর: ক

১৮. 'তাম্বুল' শব্দের অর্থ–
ক. পান খ. ঠোঁট
গ. কপাল ঘ. গাল উত্তর: ক

১৯. 'নবীন খঞ্জন দেখি বড়হি কৌতুক।
উপজিত যামিনী দম্পতি মনে সুখ।' কাবিতাংশটি কোন কবিতার অংশ?
ক. জীবন-বন্দনা খ. তাহারেই পড়ে মনে
গ. ঋতুবর্ণন ঘ. সুখ উত্তর: গ

২০. 'পুষ্প শয্যা ভেদ ভুলি বিচিত্র বসন' এর পরের লাইন–
ক. কাফুর কস্তুরী চুয়া যাবক সৌরভ
খ. দম্পতি চিত্তেত চেতন অনুভব
গ. অতি দীর্ঘ সুখ নিশি পলকে পোহাএ
ঘ. উরে উরে এক হৈলে শীত নিবারণ উত্তর: ঘ

২১. আলাওলের 'পদ্মাবতী' পুঁথি সম্পাদনা করেছেন–
ক. ড. আহমদ শরীফ
খ. আবদুল কারিম সাহিত্যবিশারদ
গ. ড. মুহম্মদ এনামুল হক
ঘ. ড. সুকুমার সেন উত্তর: খ

২২. নিচের কোন জন মধ্যযুগের কবি নন?
ক. কায়কোবাদ খ. আলাওল
গ. মাগন ঠাকুর ঘ. জ্ঞানদাস উত্তর: ক

Teacher's Work

১. 'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (দ্বিতীয় পর্যায়) : ২২]
ক. আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
খ. বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল থেকে
গ. নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে
ঘ. সুদূর চীন দেশ থেকে উত্তর: গ

২. 'মঙ্গলকাব্য' সমূহের বিষয়বস্তু মূলত–
[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক (চট্টগ্রাম বিভাগ) : ০৬]
ক. লোকসঙ্গীত
খ. মধ্যযুগের সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনা
গ. ধর্মবিষয়ক আখ্যান
ঘ. পীর পাঁচালী উত্তর: গ

৩. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম কী?
[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. অন্নদামঙ্গল ঘ. ধর্মমঙ্গল উত্তর: ক

৪. নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?
[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১১]
ক. বাল্মিকী খ. বাল্মিকি
গ. বাল্মীকি ঘ. বাল্মীকী উত্তর: গ

৫. 'মধুমালতী' কাব্যগ্রন্থের কবি হলেন–
[সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. শাহ গরীবুল্লাহ খ. সৈয়দ সুলতান
গ. জৈনুদ্দীন ঘ. সৈয়দ হামজা উত্তর: ঘ

৬. কোন দু'জন আরাকান রাজসভার কবি?
[প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শক্ষক (দানিয়ুব) : ১৩]
ক. সৈয়দ সুলতান ও মুহাম্মদ কবির
খ. মহাকবি আলাওল ও দৌলত কাজী
গ. কাশীরাম দাস ও মহাকবি আলাওল
ঘ. মহাকবি আলাওল ও সৈয়দ সুলতান উত্তর: খ

Student's Work

১. খনার বচনে প্রাধান্য পেয়েছে
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)–২০২২]
ক. শিল্প খ. কৃষি
গ. সাহিত্য ঘ. বিজ্ঞান উত্তর: খ

২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম কোথা থেকে 'চর্যাপদ' আবিষ্কার করেন?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)–২০২২]
ক. চীনের রাজদরবার খ. নেপালের রাজদরবার
গ. ভারতের গ্রন্থাগার ঘ. শ্রীলংকার গ্রন্থাগার উত্তর: খ

৩. পদ বা পদাবলি বলতে কী বুঝায়?
ক. লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ বা কবিতাবলী
খ. পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা
গ. বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ দৃষ্টি
ঘ. বাউল বা মরমী গীতি উত্তর: গ

৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি?
[৯ম বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন : ১৩]
ক. শ্রীকৃষ্ণকীতন খ. চর্যাপদ
গ. বৈষ্ণব পদাবলি ঘ. নাথসাহিত্য উত্তর: ক

৫. নিচের কোনটি মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান একটি ধারা?
ক. মঙ্গলকাব্য খ. রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান
গ. অনুবাদ সাহিত্য ঘ. বৈষ্ণব পদাবলি উত্তর: ক

৬. 'বিদ্যাপতি' কোন রাজসভার কবি ছিলেন?
ক. রোসাঙ্গ খ. কৃষ্ণনগর
গ. বিক্রমপুর ঘ. মিথিলা উত্তর: ঘ

৭. বৈষ্ণব পদাবলির অবাঙালি কবি কে?
ক. গোবিন্দদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. বিদ্যাপতি উত্তর: ঘ

৮. বাংলা এবং মৈথিলী ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তার নাম কী?
ক. মাগধী খ. অসমিয়া
গ. ব্রজবুলি ঘ. জগাখিচুড়ি উত্তর: গ

৯. 'ব্রজবুলি'র কোন স্থানের ভাষা?
ক. আসাম খ. মিথিলা
গ. গৌড় ঘ. পশ্চিমবঙ্গ উত্তর: খ

১০. 'ব্রজবুলি'র প্রবর্তক কে?
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. আলাওল ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তর: খ

১১. 'ব্রজবুলি'তে কোন কবি পদাবলি রচনা করেন?
[পঞ্চদশ বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন (কলেজ/ সমপর্যায়) : ১৮]
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. গোবিন্দদাস উত্তর: গ

১২. "সই কেমনে ধরিব হিয়া/ আমার বঁধূয়া আন বাড়ি যায়/ আমরি আঙিনা দিয়া।" কার রচনা?
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. জ্ঞানদাস ঘ. গোবিন্দদাস উত্তর: ক

১৩. নিচের কোন জন বাংলা ভাষার কবি?
ক. সুরদাস খ. কালিদাস
গ. জ্ঞানদাস ঘ. জয়দেব উত্তর: গ

১৪. 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর' কার রচনা?
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. লোচনদাস উত্তর: খ

১৫. 'মঙ্গলকাব্য' কোন যুগের বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন?
ক. উত্তর আধুনিক খ. আধুনিক
গ. মধ্যযুগ ঘ. প্রাচীন যুগ উত্তর: গ

১৬. মঙ্গলকাব্যে কোন দুই দেবতার প্রাধান্য বেশি?
ক. শিবায়ন ও ধর্মঠাকুর খ. মনসা ও শিবমঙ্গল
গ. চণ্ডী ও শিবায়ন ঘ. মনসা ও চণ্ডী উত্তর: ঘ

১৭. মঙ্গলকাব্যের কবি নন কে?
ক. কানাহরি দত্ত খ. মাণিক দত্ত
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. দাশুরায় উত্তর: ঘ

১৮. কোনটি আধুনিকযুগের কাব্য?
ক. মনসামঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. কালিকামঙ্গল ঘ. সারদামঙ্গল উত্তর: ঘ

১৯. নিচের কোনটি লৌকিক শ্রেণির মঙ্গলকাব্য?
ক. গৌরীমঙ্গল খ. অন্নদামঙ্গল
গ. মনসামঙ্গল ঘ. চণ্ডীমঙ্গল উত্তর: গ, ঘ

২০. মনসা দেবীকে নিয়ে লেখা বিজয়গুপ্তের মঙ্গলকাব্যের নাম কী?
ক. মনসামঙ্গল খ. মনসাবিজয়
গ. পদ্মাপুরাণ ঘ. পদ্মাবতী উত্তর: গ

২১. "মূর্খে রচিত গীত না জানে বৃত্তান্ত।
প্রথমে রচিল গীত কানাহরি দত্ত"। কে বলেছেন?
ক. বিজয় গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. চণ্ডীদাস ঘ. রামাই পণ্ডিত উত্তর: ক

২২. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য থেকে নিচের কোন কবিতাটি নেওয়া হয়েছে?
ক. লোক-লোকান্তর খ. কালকেতুর ভোজন
গ. ঐকতান ঘ. সেই অস্ত্র উত্তর: খ

২৩. 'শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল।
গ্রাসগুলি তোলে যেন তে আটিয়া তাল।' কবিতাংশটি রচয়িতা কে?
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. আল মাহমুদ ঘ. আবু হেনা মোস্তফা উত্তর: ক

২৪. ময়ূরভট্ট, রূপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পণ্ডিত, সীতারাম দাস প্রমুখ কবিদের সৃষ্টি কোন কাব্য?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. চণ্ডীমঙ্গল ঘ. ধর্মমঙ্গল উত্তর: ঘ

২৫. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' বাংলা সাহিত্যের কোন কাব্যে বাঙালির এ প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে?
ক. অন্নদামঙ্গল খ. পদ্মাবতী
গ. অশ্রুমালা ঘ. লায়লী-মজনু উত্তর: ক

২৬. বাংলা অনুবাদ কাব্যের সূচনা কোন যুগে হয়?
ক. প্রাচীন যুগ খ. মধ্যযুগ
গ. অন্তমধ্য যুগ ঘ. আধুনিক যুগ উত্তর: খ

২৭. প্রাচীনতম সাহিত্যকর্ম–
ক. শকুন্তলা খ. হংসদূত
গ. রামায়ণ ঘ. মহাভারত উত্তর: গ

২৮. 'রামায়ণ' রচয়িতার নাম কী?
ক. বাল্মীকি খ. ভিয়াস
গ. চণ্ডীদাস ঘ. এদের কেউ নন উত্তর: ক

২৯. মধ্যযুগের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতার নাম কী?
ক. বিদ্যাপতি খ. মুকুন্দরাম
গ. দ্বিজ বংশীদাস ঘ. দ্বিজ চণ্ডীদাস উত্তর: গ

৩০. কবি চন্দ্রাবতী কোন অঞ্চলের মানুষ ছিলেন?
ক. হবিগঞ্জ খ. নেত্রকোনা
গ. সুনামগঞ্জ ঘ. কিশোরগঞ্জ উত্তর: ঘ

৩১. কোন বাক্যটি শুদ্ধ তা নির্দেশ করুন।
ক. কীর্তিবাস বাঙলা রামায়ন লিখিছেন
খ. কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখিয়াছেন
গ. কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন
ঘ. কৃত্তিবাস বাঙলা রামায়ণ লিখেছেন উত্তর: গ

৩২. মহাভারতে সংঘটিত যুদ্ধ কী নামে পরিচিত?
ক. রণক্ষেত্র খ. কুরুক্ষেত্র
গ. কুবের ক্ষেত্র ঘ. পাণ্ডরণ উত্তর: খ

৩৩. দ্রোপদী কে?
ক. রামায়ণে সীতার সহচরী
খ. মহাভারতে দুর্যোধনের স্ত্রী
গ. রামায়ণে লক্ষণের প্রণয়প্রার্থী নারী
ঘ. মহাভারতে পাঁচ ভাইয়ের একক স্ত্রী উত্তর: ঘ

৩৪. গান্ধারী চরিত্রটি পাওয়া যায়–
ক. মহাভারতে খ. রামায়ণে
গ. অর্থশাস্ত্রে ঘ. গীতায় উত্তর: ক

৩৫. মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য–
ক. পদ্মাবতী খ. চন্দ্রাবতী
গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. লায়লী-মজনু উত্তর: গ

৩৬. বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবির আবির্ভাব ঘটে কোন যুগে?
ক. প্রাচীন যুগের শুরুতে খ. প্রাচীন যুগের শেষ দিকের
গ. মধ্যযুগে ঘ. আধুনিক যুগে উত্তর: গ

৩৭. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি–
ক. দৌলত কাজী খ. দৌলত উজির বাহরাম খান
গ. মুহম্মদ কবির ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর উত্তর: ঘ

৩৮. 'ইউসুফ জোলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেছেন–
ক. মাগন ঠাকুর খ. দৌরত উজির বাহরাম খান
গ. আলাওল ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর উত্তর: ঘ

৩৯. 'ইউসুফ জোলেখা' মর্সিয়া সাহিত্যের লেখক কে?
ক. শেখ ফয়জুল্লাহ খ. দৌলত খাঁ
গ. আবদুল হাকিম ঘ. আবদুল করিম উত্তর: গ

৪০. 'লায়লী-মজনু' কাব্যের অনুবাদক হলেন–
ক. সাবিরিদ খান খ. দৌলত উজির বাহরাম খান
গ. সৈয়দ সুলতান ঘ. আলাওল উত্তর: খ

৪১. 'বঙ্গবাণী' কবিতাটি কে রচনা করেছেন?
ক. আলাওল খ. আবদুল হাকিম
গ. কায়কোবাদ ঘ. মধুসূদন দত্ত উত্তর: খ

৪২. "যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।" এ পঙ্‌ক্তি দু'টি কোন কবির কবিতা হতে উদ্বৃত্ত করা হয়েছে?
ক. রামনিধি গুপ্ত খ. আলাওল
গ. আবদুল হাকিম ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উত্তর: গ

৪৩. "দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায় নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।"– কবিতাংশটি কার?
ক. কবি আবদুল হাকিম খ. মোজাম্মেল হক
গ. কামিনী রায় ঘ. রজনীকান্ত সেন উত্তর: ক

৪৪. কোন গ্রন্থখানি রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান?
ক. রামচরিত খ. কীবচকবধ
গ. পদ্মাবতী ঘ. ভাগবত উত্তর: গ

৪৫. 'পদ্মাবতী' একটি–
ক. অনুবাদ গ্রন্থ খ. মৌলিক গ্রন্থ
গ. ভ্রমণকাহিনী ঘ. কোনোটিই নয় উত্তর: ক

৪৬. 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?
ক. দৌলত কাজী খ. মাগন ঠাকুর
গ. আলাওল ঘ. শাহ মুহম্মদ সগীর উত্তর: গ

৪৭. হিন্দি 'পদুমাব" এর অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা–
ক. দৌলত উজির বাহরাম খান
খ. সৈয়দ সুলতান
গ. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ
ঘ. আলাওল উত্তর: ঘ

৪৮. আরাকানে কখন সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল?
ক. ষোড়শ শতাব্দী খ. সপ্তদশ শতক
গ. পঞ্চদশ শতক ঘ. অষ্টাদশ শতক উত্তর: খ

৪৯. 'আরাকানের' পূর্ব নাম কী?
ক. কাচিন খ. ইরাবতী
গ. রাখাইন ঘ. রোসাং উত্তর: ঘ

৫০. কবি আলাওল কোন রাজ দরবারের কবি ছিলেন?
ক. ত্রিপুরা খ. দিল্লী
গ. রোসাঙ্গ ঘ. মুর্শিদাবাদ উত্তর: গ

৫১. মহাকবি আলাওল কোন যুগের কবি?
ক. সর্বাধুনিক যুগের খ. আধুনিক যুগের
গ. প্রাচীন যুগের ঘ. মধ্যযুগের উত্তর: ঘ

৫২. কবি আলাওলের জন্মস্থান কোনটি?
ক. ফরিদপুরের সুরেশ্বর খ. চট্টগ্রামের জোবরা
গ. চট্টগ্রামের পটিয়া ঘ. বার্মার আরাকান উত্তর: খ

Class Exam

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম শাখা কোনটি?
ক. ছোটগল্প খ. নাটক
গ. কাব্য ঘ. উপন্যাস

২. বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা সংকলন–
ক. চর্যাপদ খ. বৈষ্ণব পদাবলি
গ. ঐতরেয় আরণ্যক ঘ. দোহাকোষ

৩. 'চর্যাপদ'এর প্রাপ্তিস্থান কোথায়?
ক. বাংলাদেশ খ. নেপাল
গ. উড়িষ্যা ঘ. ভুটান

৪. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন কোনটি?
ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ. চর্যাপদ
গ. শূন্যপুরাণ ঘ. ডাকার্ণব্

৫. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি আবিষ্কৃত হয়–
ক. ১৯০৯ খ. ১৮০৯
গ. ১৯০৭ ঘ. ১৯৯০

৬. কোন কবি বাঙালি না হয়েও বাংলা সাহিত্যে স্বতন্ত্র স্থান দখল করে আছেন?
ক. বিদ্যাপতি খ. জয়দেব
গ. গোবিন্দদাস ঘ. এদের কেউ নয়

৭. বিদ্যাপতি কোন ধারার কবি?
ক. বৈষ্ণব পদাবলি
খ. রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
গ. চরিত সাহিত্য
ঘ. মঙ্গলকাব্য

৮. মঙ্গলকাব্য রচনার মূলে উল্লেখিত কারণ কী?
ক. রাজাদের প্রাপ্তি
খ. স্বপ্নে দেবী কর্তৃক আদেশ লাভ
গ. রাজা ও সভাসদের মনোরঞ্জন করা
ঘ. রাজকবির দায়িত্ব পালন

৯. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কোন চরিত্রটি পাওয়া যায়?
ক. বড়াই খ. বেহুলা
গ. ঈশ্বরী ঘ. ফুল্লরা

১০. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি?
ক. আরাকান রাজসভা
খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা
গ. রাজা গণেশের রাজসভা
ঘ. লক্ষ্মণ সেনের রাজসভা